POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ
أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ○

যদি তোমরা কোন পুণ্যকর্ম প্রকাশ কর, অথবা উহা গোপন কর, অথবা দোষত্রুটি ক্ষমা কর,তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ বড়ই মার্জনাকারী, সর্বশক্তিমান।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১৫০)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 7

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

18 ফেব্রুয়ারী, 2021 ● 5 রজব 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

সফরকালে বিলম্বে নামায জমা করা।

১০৯১) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত: আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে দেখেছি, যখন সফরে তিনি শীঘ্রই যাওয়ার পরিকল্পনা করতেন, তখন তিনি মগরিব ও এশার নামাযে দেরি করতেন এবং উভয় নামাযকে একত্রে পড়তেন। সালিম বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ (বিন উমর) ও এমনটাই করতেন, যখন তারা শীঘ্র সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা করতেন।

বাহনেরর উপর নফল নামায পড়া।

১০৯৩) হযরত হযরত আমির বিন রাবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী (সা.) কে দেখেছেন উটের উপর সেদিকে মুখ করেই নামায পড়তে, উট যেদিকে তাকে নিয়ে যাচ্ছিল।

আঁ হযরত (সা.) ফরজ নামাযের জন্য বাহন থেকে নেমে যেতেন।

১০৯৭) হযরত আমির বিন রাবিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে দেখেছেন, উটের উপর নফল নামায পড়তে। তিনি (রুকু ও সিজদা) মাথার ইঙ্গিতে করছিলেন। তাঁর অভিমুখ সেদিকেই ছিল যেদিকে উট হেঁটে চলেছিল। রসুলুল্লাহ (সা.) ফরজ নামাযের ক্ষেত্রে এমনটা করতেন না।

(সহী বুখারী, কিতাবু তাকসীরুসসালাত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৮ জানুয়ারী,২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত
হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর চ্যালেঞ্জ

ইসলাম যেহেতু পৃথিবী থেকে অনৈতিকতা ও ব্যাভিচার দূর করতে চায়, তায় সে এমন প্রয়োজনের সময় একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয়। ইসলামি শরীয়ত সেই বিষয়কে গ্রহণ করেছে যেগুলি প্রকৃতিগতভাবে মানুষের প্রয়োজন এর যেগুলি প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ থেকে তার সুষ্ঠ প্রতিপালনে সহায়ক।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর বার্তা

লোকে একাধিক বিবাহের বিষয়ে আপত্তি করে যে, ইসলাম একাধিক স্ত্রীর অনুমতি দিয়েছে। আমরা বলি, আপত্তির ময়দানে এমন কোন বীরপুরুষ আছে, যে আমাকে দেখাতে পারে যে কুরআন করীম আবশ্যিকভাবে একাধিক বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে? একথা সত্য এবং স্বাভাবিক যে, অনেক সময় মানুষের একাধিক বিয়ে করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন স্ত্রী যদি অন্ধ হয়ে যায় বা কোনও ভয়ানক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যার দ্বারা সংসারের কাজকর্ম করা সম্ভব হয় না আর পুরুষ সহানুভূতির কারণে তাকে আলাদাও করে দিতে পারে না বা এমন কোন পেটের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পুরুষের প্রকৃতিগত চাহিদা পুরণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে; সেক্ষেত্রে যদি দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি না দেওয়া হয়, তবে কি দুরাচার ও ব্যাভিচার বৃদ্ধি পায় না? এছাড়া কোন ধর্ম বা শরীয় বিধান যদি একাধিক বিবাহে বাধা দেয়, তবে তা অবশ্যই ব্যাভিচার ও অনৈতিকতার পথ প্রশস্ত করে। কিন্তু ইসলাম যেহেতু পৃথিবী থেকে অনৈতিকতা ও ব্যাভিচার দূর করতে চায়, তায় সে এমন প্রয়োজনের সময় একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয়। অনুরূপভাবে সন্তানহীনতার ক্ষেত্রেও, যখন কিনা পরিবারে অশান্তি ও হানাহানি হওয়ার উপক্রম হয়, তখন একাধিক বিয়ে করে সন্তান জন্ম দেওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। বরং এক্ষেত্রে সৎ প্রকৃতির স্ত্রীরা নিজেরাই বিবাহের অনুমতি দিয়ে দেয়। কাজেই এবিষয়টি নিয়ে যত বেশি চিন্তাভাবনা করবে, এটি ততই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা করার খৃষ্টানদের মোটেই কোন অধিকার নেই। কেননা তাদের স্বীকৃত নবী, ইলহাম প্রাপ্ত, এমনকি হযরত ঈসা (আ.)-এর বংশের লোকেরা সাতশ ও তিনশটি পর্যন্ত বিবাহ করেছে। খৃষ্টানরা যদি বলে, তারা ব্যাভিচারী ও দুরাচারী ছিলেন, তবে তাদের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে যে, তাদের ইলহামগুলি কিভাবে খোদার ইলহাম হতে পারে?

অনুরূপভাবে অন্যান্য বিষয় যেমন ক্রীতদাস ও জিহাদের বিষয়েও তাদের আপত্তি সঙ্গত নয়। কেননা তওরাতে এমনই যুদ্ধের এক দীর্ঘ ধারা বিবরণী আছে, অথচ ইসলামের যুদ্ধগুলি ছিল আত্মরক্ষামূলক, যেগুলি দশ বছরের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি দাবির সঙ্গে বলতে পারি যে, এই বিষয়গুলি তাদের গ্রন্থ থেকে বের করে দেখাতে পারি। অনুরূপভাবে এটিও আমার দাবি যে, সকল সত্য কুরআন করীমের মধ্যে বিদ্যমান। যদি কোন দাবিদার এমন সত্য উপস্থাপন করে যা কুরআনের নেই, তবে আমি তাকে কুরআন থেকে তা বের করে দেখাতে প্রস্তুত আছি। ইসলামি শরীয়ত সেই বিষয়কে গ্রহণ করেছে যেগুলি প্রকৃতিগতভাবে মানুষের প্রয়োজন এর যেগুলি প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ থেকে তার সুষ্ঠ প্রতিপালনে সহায়ক; এগুলির বিষয়ে কোন আপত্তি হতে পারে না। তবে ইসলাম অন্যান্য ধর্মের বিষয়ে যে আপত্তি তুলেছে, তারা সেগুলির উত্তর দিতে পারবে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৫৮)

একসময় তারা নিজেদের সন্তানদের তরবীয়তের কর্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আর তাদের অবৈধ ভালবাসা তাদের উপর প্রভুত্ব করেছে কিম্বা তারা বিয়ে শাদির বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে নি।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইউনুসের ১৫ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন:

" আমল দুই প্রকারের। এক, সেই আমল যা মানুষকে পুরস্কারের যোগ্য করে তোলে, আর দ্বিতীয় প্রকারের আমল সেটি যা পুরস্কার লাভের পর সেটিকে বজায় রাখার জন্য আবশ্যক হয়ে থাকে। অনেক ছাত্র ছাত্রজীবনে বেশ মেধাবী হয়ে থাকে, কিন্তু তারা যখন জীবন যুদ্ধের মধ্যে পড়ে, তখন একেবারেই অপদার্থ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। অনুরূপ অবস্থা যে কোনও জাতিসত্তার। কিছু জাতি বৈভব ও খ্যাতি লাভের পূর্বে খুব ভাল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে, কিন্তু ক্ষমতা লাভের পর পুণ্যের মান বজায় রাখা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত এই বাক্যটির সম্প্রসারণ করার আরও একটি কারণ হল, মানুষের কর্ম দুই প্রকারের হয়ে থাকে। এক, পুণ্যকর্ম এবং দ্বিতীয় সেই কর্ম যা উক্ত পুণ্যকর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। কাজেই এই বাক্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য হল তোমাদের ব্যক্তিগত পুণ্যের কারণে আমরা তোমাকে 'খোলাফাউ ফিল আরজ' করেছিলাম। এর পর আমরা দেখতে চাইছিলাম যে, তোমরা এই কর্মধারাকে কিভাবে বজায় রাখ, যা তোমাদের পুণ্যের রক্ষক হয়। সত্য

(শেষাংশ ২ এর পাতায়..)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

১ পাতার শেষাংশ.....

এই যে পুণ্যকর্মের থেকে অনেক বেশি কঠিন হল সেই পুণ্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখার কাজ। জাতির ধ্বংসের কারণই হল তারা উন্নতির চেষ্টা করে ঠিকই, কিন্তু সেটিকে বজায় রাখার চেষ্টা করে না। নিজের তাকওয়ার প্রতি যত্নবান থাকে, কিন্তু সন্তানের নৈতিকতার প্রতি তাদের দৃষ্টি থাকে না। পরিণামে তাদের পুণ্যের মান হ্রাস পেতে থাকে, অবশেষে তা কেবল আক্ষরিক অর্থে অবশিষ্ট থাকে, যা থেকে সত্য হারিয়ে যায়। আর এই পরিবর্তন যেহেতু কয়েক প্রজন্ম ধরে হয়, তাই তা অনুভবও করা যায় না এবং পরিশেষে জাতি ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত হয়। তাই এই বাক্যে এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, দেখার বিষয় হল এখন তোমরা নিজেদের খিলাফতকে কতদিন পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পার।

মুসলমান জাতি যদি এই অনন্য বিষয়টির প্রতি যত্নবান থাকত, তবে আজ তাদের এই দশা হত না। একসময় তারা নিজেদের সন্তানদের তরবীয়তের কর্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আর তাদের অবৈধ ভালবাসা তাদের উপর প্রভুত্ব করেছে কিম্বা তারা বিয়ে শাদির বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে নি আর এমন সব মেয়েদেরকে পরিবারে নিয়ে এসেছে যারা ইসলামী তরবীয়তের যোগ্য ছিল না আর রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবাগণের হাতে যে আযীমুশশান ইমারত তৈরী হয়েছিল, তা ভূপতিত হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। যে জাতিকে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের উন্নতির জন্য মনোনীত করেছেন, তারা যদি ভবিষ্যতে এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়, তবে ইনশাআল্লাহ্ পৃথিবীতে এক অসাধারণ পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। রসূলুল্লাহ (সা.) এই কর্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন- 'কুল্লুকুম রাইন ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আর রাইহি'। অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্বাবলী ছাড়াও কিছু অন্যান্য সত্তার বিষয়েও দায়বদ্ধ। আল্লাহ্ তা'লা কেবল এই প্রশ্ন করবেন না যে তুমি কি আমল করেছ, বরং তিনিও এও জিজ্ঞাসা করবেন যে, তোমাকে যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাদেরকে তোমরা কতটা যোগ্য করে তুলেছ? কাজেই কেবল নিজের পবিত্রতা মানুষের কোন কাজে আসতে পারে না। (তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১-৪২)

পরিবর্তনের জন্য স্বার্থক দোয়া করার চেষ্টা করতে হবে।

****

জামাতের নবাগত সদস্যাদের সঙ্গে হুযুরে আনোয়ারের সাক্ষাত

মোট ২১ জন মহিলা হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন, যাঁদের মধ্যে গ্যাম্বিয়া, স্পেন এবং সিরিয়ার তিন সদস্যা ছিলেন অ-আহমদী।

জার্মানী, ইতালি এবং ফ্রেঞ্চ জাতির তিন জন মহিলা আজই জলসার শেষ দিন বয়আত করেছেন।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে সদর লাজনা ইমাউল্লাহ্ সদস্যাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর এক মহিলা প্রশ্ন করেন যে, হানাউ-তে মসজিদ উদ্বোধন এবং জলসা সালানা জার্মানীতে হুযুর আনোয়ার সমাপ্তি ভাষণে রাজনীতির বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন, যুবকদের রাজনীতিতে আসা উচিত। এটিই কি জামাতের অবস্থান?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি একথা বলি নি। হামবার্গের প্রাদেশিক বিধানসভার এক আহমদী মেম্বার গুলফাম মালিক সাহেবও তাঁর ভাষণে যুবকদেরকে রাজনীতিতে আসার পরামর্শ দিয়েছিলেন। হয়তো অনুবাদ সঠিক হয় নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে দেশে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে, আমরা তাতে অংশগ্রহণ করতে পারি। ধর্মের পক্ষ থেকে কোনও বাধা নেই।

ভদ্রমহিলা বলেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাজনীতিতে আমার ভীষণ আগ্রহ ছিল। এরপর ইসলামের বিষয়েও আগ্রহ সৃষ্টি হয় আর এখন আমি একজন আহমদী মুসলমান। আমি দিকনির্দেশনা চাই যে রাজনীতির কাজ অব্যাহত রাখতে আমাকে কার কাছে অনুমতি নিতে হবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমার কাছে অনুমতি নিন। রাজীতিতে সক্রিয় থাকতে চাইলে থাকতে পারেন। কিন্তু এখন যেহেতু আপনি একজন আহমদী, তাই সব দিক থেকে নিজের সম্মানের বিষয়ে আপনাকে সচেতন থাকতে হবে। যেভাবে এখন আপনি আমার সামনে পর্দাশীল পোশাকে আছেন, ঠিক এইভাবেই পর্দাশীল হয়ে জনকল্যানমূলক কাজ করতে পারলে অবশ্যই করুন। একটি কথা মাথায় রাখবেন, রাজনীতিকরা অনেক মিথ্যা কথা বলে। আপনি মিথ্যা বলবেন না।

ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন, মসজিদের মধ্যে কি রাজনীতির বিষয়ে আলোচনা করার জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: মসজিদে যদি বহুবিধ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সভাকক্ষ নির্মিত থাকে, তবে সেখানে করা যেতে পারে। যেমন বায়তুল ফুতুহ মসজিদে সভাকক্ষ আছে, এমন অনুষ্ঠানের জন্য সেটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। মসজিদের মধ্যে নয়। সভাগৃহে ইনডোর গেম এবং মিটিং ইত্যাদি করতে পারেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে ছোট্ট একটি মসজিদ তৈরী হচ্ছে। বড় মসজিদ তৈরী করুন। যুক্তরাজ্যেও সম্প্রতি নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে উভয় দলের সদস্যরা বায়তুল ফুতুহ এসে নিজেদের দলের ঘোষণাপত্র পাঠ করেছে।

এক অ-আহমদী মহিলা (কায়েরো ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক) হুযুর আনোয়ারের সমীপে নিবেদন করেন, আমি হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আর আপনার জন্য দোয়া করি।

হুযুর আনোয়ারে প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রমহিলা বলেন, তিনি শনিবার জার্মান অতিথিদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ শুনেছিলেন আর ইসলামী নীতি-দর্শন পুস্তকটি পড়েছেন। তিনি জানান যে বইটি উৎকৃষ্ট মানের।

একজন নবাগত আহমদী আজই বয়আত করেছেন। তিনি বলেন, বছরের শুরুতেই আমার ইচ্ছে ছিল এই আধ্যাত্মিক সফরে যাওয়ার আর বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে আসার। আজ এখানে এসেছি আর বান্ধবীকেও এনেছি। ভদ্রমহিলা বলেন, তার বাড়িতে একটি বৈঠকখানা আছে যেটিতে তিনি জামাতের জন্য নিবেদন করতে চান।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনার মহল্লার সদর সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, তাঁর সঙ্গে কথা বলুন যে লাজনাদের যখনই প্রয়োজন হবে এই মহিলা সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, তিনি অবসাদে ভুগছেন। স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়েছে। তাঁর স্বামী ছিলেন তুর্কির বাসিন্দা। হুযুর আনোয়ার সহানুভূতি পরবশ হয়ে তাঁর জন্য হোমিওপ্যাথি ঔষধ প্রস্তাব করেন এবং ঘুমানোর আগে দশ ফোটা করে সেবনের নির্দেশ দেন।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, তার নাম ইভা। তিনি ইসলামী কোন নাম রাখার জন্য অনুরোধ জানান। হুযুর আনোয়ার তাঁর নাম আফিফা প্রস্তাব করেন।

ক্যাথরিনা নামে এক ভদ্রমহিলা ইসলামী নামকরণের জন্য হুযুরের কাছে অনুরোধ করেন। হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসা করেন ক্যাথরিনার অর্থ কি? ভদ্রমহিলা বলেন, এর অর্থ পবিত্র। হুযুর আনোয়ার বলেন, তৈয়্যবা নাম রাখুন।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, তিনি ফেব্রুয়ারী মাসে বয়আত করেছেন। তার পুরো পরিবার খৃষ্টান। পরিবারের মধ্যে তিনি একমাত্র মুসলমান। তিনি কুরআন করীম পড়তে ও শিখতে চান। তালীম ও তরবীয়ত ক্লাসে যান, সেখানে সকলে উর্দু বলে যা তিনি কিছুই বুঝতে পারেন না।

হুযুর একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, আপনারা ব্যবস্থা করেন না কেন? যারা কেবল উর্দু জানে তাদেরকে জার্মান ভাষার দিকে নিয়ে আসুন।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, তিনি নামায ও দোয়া শিখছেন। দোয়াগুলি অনেক দীর্ঘ।কিন্তু তিনি শিখছেন। তাঁকে কোন ছোট দোয়া বলা হোক যা মুখস্ত করে পড়া যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, দোয়া তো সবই ভাল। সূরা ইখলাস ছোট, আপনি এটি মুখস্ত করুন।

হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে এই সাক্ষাত অনুষ্ঠানটি ৮টায় সমাপ্ত হয়।

****

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যতক্ষণ না প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ খোদার নৈকট্যভাজন হওয়ার মর্যদা লাভ হতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড , পৃ: ৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)

জুমআর খুতবা

যে বস্তু আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয় তা বিনষ্ট হয় না, বরং এটি এমন ঋণ যা আল্লাহ্ তা'লা কয়েকগুণ বর্ধিত আকারে ফিরিয়ে দেন।

তাহরীকে জাদীদের ৬৩তম বছরের নিখিল বিশ্ব আহমদীয়ার পক্ষ থেকে এক কোটি পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার পাউন্ড-এর অনন্য কুরবানী।

আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের প্রসারের জন্য ও সৃষ্টির সেবার জন্য আর্থিক কুরবানী করাও অনেক বড় পুণ্যের কাজ; আল্লাহ্ তা'লা কখনও তা প্রতিদানশূন্য রাখেন না।

সকল শ্রেণীর আহমদীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার জন্য এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর পথে ব্যয় করা একদিকে যেখানে হৃদয়ের প্রশান্তির কারণ হয় সেখানে পার্থিব দিক থেকেও সহস্র লোক এই অভিজ্ঞতা অর্জন করে যে, তারা যে অর্থ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের আশায় ব্যয় করে আল্লাহ্ তা'লা তা আশ্চর্যজনকভাবে ফিরিয়ে দেন। এমন অনেক আহমদী রয়েছেন যারা শুধু কুরবানী করে থাকেন, অর্থাৎ কুরবানী করাই তাদের উদ্দেশ্যে থাকে আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অজ১০নই তাদের আন্তরিক আকাঙ্খা হয়ে থাকে।

আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা বলে, তারা জামাতের নাম পৃথিবী থেকে মুছে ফেলবে। কে আছে এমন যে এমন খোদা প্রেমীদেরকে ধ্বংস করতে পারে!

লোকে নামায ও তাহাজ্জুদ পড়ে, এই জন্য যে নিজেদের ব্যক্তিগত চাহিদ পুরণের পরিবর্তে তারা যেন চাঁদা পরিশোধ করতে পারে।

বিরুদ্ধবাদীরা যতই চেষ্টা করুক, এই জামাত খোদা তা'লা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর ধর্মকে প্রসারতা দানের জন্য। তাই প্রত্যেক সংকটে আল্লাহ্ তা'লা এর পরিত্রাণ করেন এবং সাহায্য করেনন। এক প্রজন্মের পর পরের প্রজন্মের হৃদয়ে জামাতের ভালবাসা এবং এর লক্ষ্য পুরণের ব্যগ্রতা সৃষ্টি করে থাকেন।

ওয়াকফে জাদীদের ৬৪তম বছরের ঘোষণা এবং সারা বিশ্বের আহমদীদের কুরবানীর ঘটনাবলীর উল্লেখ।

আলজেরিয়া এবং পাকিস্তানে আহমদীদের প্রবল বিরোধীতার কথা দৃষ্টিপটে রেখে বিশেষ দোয়ার প্রতি আহ্বান।

শান্তি পরিস্থিতির দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানের সার্বিক অবস্থা এবং বিশ্ব পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি দৃষ্টিতে রেখে দোয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ৮ জানুয়ারী,, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (৮ সুলাহা, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۪ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (البقرة:246)

অর্থাৎ কে আছে যে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ প্রদান করবে যেন তিনি তা তার জন্য বহু গুণে বৃদ্ধি করতে পারেন। আল্লাহ্ রিয্ক সংকুচিতও করেন এবং সম্প্রসারিতও করেন। তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

(সূরা আল বাকারা: ২৪৬)

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লাকে ঋণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ এটি নয় যে, (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'লা মানুষের পয়সার মুখাপেক্ষী আর নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তিনি ঋণ চাচ্ছেন। করয বা ঋণ শব্দের একটি সাধারণ অর্থ রয়েছে, যা আমরা ঋণ লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি। কারো কাছ থেকে ঋণ নিলাম বা তাকে ঋণ দিলাম। কিন্তু এর আভিধানিক অর্থ ভালো বা মন্দ প্রতিদানও হয়ে থাকে। এখানে এর অর্থ হবে, কে আছে যে আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করবে যাতে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এর উত্তম প্রতিদান দিতে পারেন।

অতএব যেখানে আল্লাহ্ তা'লার জন্য ব্যয় করার বা (তাঁর জন্য) দেওয়ার প্রশ্ন উঠে সেখানে এর কারণ হলো- আল্লাহ্ তা'লা এই কর্ম সম্পাদনকারীকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন। অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ তা'লার জন্য ব্যয় করেন বা দিয়ে থাকেন তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এর উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন। পবিত্র কুরআনের আরো অনেক স্থানে কুরবানী এবং অর্থিক কুরবানীসমূহের কথা আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের জন্য অথবা আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির কল্যাণে ব্যয় করাকে স্বয়ং আল্লাহ্র জন্য ব্যয় করার সমতুল্য গণ্য করা হয়েছে। খোদা তা'লার জন্য যা ব্যয় করা হয় তা নষ্ট হয় না, বরং এটি এমন ঋণ যাকে আল্লাহ্ তা'লা বহু গুণে বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দেন। অতএব কেউ যেন এমনটি মনে না করে যে, আল্লাহ্ তা'লার কোন ঋণের প্রয়োজন আছে। বরং আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তো প্রভু প্রতিপালক, সমস্ত বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং দাতা খোদা। তিনিকারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি যখন নিজের জন্য ঋণ শব্দটি ব্যবহার করেন তখন এর অর্থ হলো, আমার পথে ব্যয় কর আর আমার অগণিত পুরস্কার লাভ কর। কে আছে যে আমাকে উত্তম ঋণ দিবে? এই প্রশ্ন উত্থাপন করে এ প্রেরণা জোগানো যে, কে আছে যে আমার পথে ব্যয় করে আমার অগণিত পুরস্কারের স্থায়ীভাবে উত্তরাধিকারী হবে? এরপর

তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন যে, আমি তোমাদের এ ঋণ নিজের কাছে রাখার জন্য বা নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য চাচ্ছি না, বরং তোমাদেরকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেওয়ার জন্য তোমাদের কাছ থেকে এ ঋণ নিচ্ছি, এ ঋণ দিতে বলছি। তোমরা যদি আমার ধর্মের জন্য, আমার সৃষ্টির কল্যাণার্থে ব্যয় কর তাহলে বহু গুণ বৃদ্ধি করে তোমাদের ফিরিয়ে দিব। করযে হাসানা শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে একথাও বলে দিয়েছেন যে, তোমরা যদি স্বেচ্ছায় এবং স্বানন্দে এই ব্যয় কর তাহলে এমন ব্যয় আল্লাহ্‌র তা'লার পথে হবে আর তা তোমাদের পক্ষ থেকে উত্তম ঋণ হবে। আল্লাহ্ তা'লাও একে বহুগুণে বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দিবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর এক বৈঠকে এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে এভাবে বলেছেন যে,

"আল্লাহ্ তা'লা যখন ঋণ চান তখন এর অর্থ এটি হয় না যে, (মা'য আল্লাহ্) আল্লাহ্‌র কোন অভাব রয়েছে এবং তিনি অন্যের মুখাপেক্ষী। এমনটি ধারণা করাও কুফর, বরং এর অর্থ হলো, আমি প্রতিদানসহ ফেরত দিব অর্থাৎ বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দিব। আল্লাহ্ তা'লা যার প্রতি কৃপা করতে চান (তার জন্য) এটি একটি রীতি।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৮)

পুনরায় এক স্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "এক নির্বোধ ব্যক্তি বলে– مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا অর্থাৎ কে আছে যে আল্লাহ্‌কে ঋণ দেবে, এর অর্থ হলো, মনে হয় যেন (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ ক্ষুধার্ত।" তিনি (আ.) বলেন,"যারা এমন কথা বলে তারা নির্বোধ। নির্বোধ বুঝে না যে, এখানে আল্লাহর ক্ষুধার্ত হওয়ার কথা তো বলা হচ্ছে না! আল্লাহ্ তা'লা যে উত্তম ঋণের কথা বলে বলেন, আমাকে দাও– এতে এর অর্থ কীভাবে হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'লা ক্ষুধার্ত?" তিনি (আ.) বলেন, "এখানে ঋণ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো, এমন জিনিস দাও যা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকে। ঋণ হয়েই থাকে ফেরত দেওয়ার জন্য। এর সাথে অভাবী বা দারিদ্র শব্দটি নিজের পক্ষ থেকে যোগ করে অর্থাৎ আপত্তিকারী নিজের পক্ষ থেকেই দারিদ্রতা অথবা আল্লাহ্ তা'লার অভাব শব্দটি নিজেই সংযোজন ঘটায়। আল্লাহ্ তা'লা তো এটি বলেন নি যে, আমি ক্ষুধার্ত, অভাবগ্রস্ত এজন্য আমাকে দাও, আমার নিজের জন্য খরচ করব। তবে হ্যাঁ! নিজ বান্দাদের জন্য আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দারা যখন ক্ষুধার্ত থাকে তখন যদি তোমরা তাদেরকে দাও, তাদের জন্য খরচ কর তাহলে এর অর্থ হবে তোমরা তা আমার জন্য খরচ করেছ।" হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এখানে ঋণের অর্থ হলো– কে আছে যে আল্লাহ্ তা'লাকে সৎকর্ম উপহার দিবে। তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এসবের প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন।" যে কোন সৎকর্ম আল্লাহর খাতিরে করা হলে আল্লাহ্ তা'লা তা বৃদ্ধি করে ফেরত দেন। শুধু টাকা পয়সার বিষয় নয়। তিনি (আ.) বলেন, "এবিষয়টি খোদার মর্যাদার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রাখে। দাসত্বের সাথে প্রভুত্বের যে সম্পর্ক তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে এর অর্থ পরিষ্কার বুঝা যায়। কেননা খোদা তা'লা কারো কোন পুণ্য, দোয়া বা কাকুতি মিনতি ছাড়া এবং কাফের ও মু'মিনের মাঝে কোন পার্থক্য না করেই সবাইকে প্রতিপালন করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তো বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সবাইকে প্রতিপালন করছেন, তাঁর রবুবিয়্যত (প্রতিপালন) এবং রাহমানিয়্যাতের কল্যাণে সবাইকে সিক্ত করছেন। সুতরাং তিনি কারো পুণ্যসমূহ কীভাবে বিনষ্ট করতে পারেন? যেখানে কোন পুণ্য বা কোন কাজ ছাড়াই আল্লাহ্ তা'লা সবার প্রতিপালন করছেন এবং দান করছেন সেখানে কেউ যখন কোন পুণ্য করবে এবং সৎকর্ম করবে তখন কীভাবে হতে পারে যে, তিনি তাকে বিনষ্ট করবেন বা তাকে তার প্রতিদান দিবেন না! বরং তাঁর মহামহিমা হলো, 'মাইইয়া'মাল মিসকালা যাররাতিন খায়রাইইয়ারাহ্' অর্থাৎ যে অনু পরিমাণ পুণ্যও করবে তিনি তাকেও তার প্রতিদান দিবেন এবং যে অনু পরিমাণ পাপ করবে সে তার পরিণাম ভোগ করবে। এটি হলো 'কার্‌য' শব্দের প্রকৃত মর্ম যা এই আয়াতে অন্তর্নিহিত আছে। যেহেতু 'কারয্'–এর প্রকৃত অর্থ এতে বিদ্যমান তাই এটিই বলে দিয়েছেন যে, مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا (আল বাকারা: ২৪৬) আর এর তফসীর আয়াত 'মাইইয়া'মাল মিসকালা যাররাতিন খায়রাইইয়ারাহ্'– এ বিদ্যমান "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ : ২২৬–২২২৭)

অর্থাৎ যে কেউ অনু পরিমাণ পুণ্য করবে, আল্লাহ্ তা'লার কাছে তার প্রতিদান রয়েছে।" অতএব আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের প্রচার ও সৃষ্টি সেবার লক্ষ্যে আর্থিক কুরবাণী করাও অনেক বড় একটি পুণ্য আর আল্লাহ্ তা'লা কখনো তাকে প্রতিদানহীন রাখেন না। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে অন্য স্থানে একথার উল্লেখও করেছেন। আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে জামা'তের সদস্যদের চেয়ে বেশি আর কে জানবে? সকল শ্রেণীর আহমদীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার জন্য এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর পথে ব্যয় করা একদিকে যেখানে হৃদয়ের প্রশান্তির কারণ হয় সেখানে পার্থিব দিক থেকেও সহস্র লোক এই অভিজ্ঞতা অর্জন করে যে, তারা যে অর্থ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের আশায় ব্যয় করে আল্লাহ্ তা'লা তা আশ্চর্যজনকভাবে ফিরিয়ে দেন। এমন অনেক আহমদী রয়েছেন যারা শুধু কুরবানী করে থাকেন, অর্থাৎ কুরবানী করাই তাদের উদ্দেশ্যে থাকে আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনই তাদের আন্তরিক আকাঙ্খা হয়ে থাকে। তাদের হৃদয়ে এই ধারণাও আসে না যে, তারা পৃথিবীতে এর প্রতিদান পাবে বা পার্থিব সম্পদরূপে তারা তা ফিরে পাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যে বলেছেন, আমি উত্তমরূপে তা ফিরিয়ে দিব, তিনি তা ফেরত দেন। কতিপয় লোক এমনও আছেন যারা অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও ত্যাগ স্বীকার করেন এবং এ প্রত্যাশা রাখেন যে, খোদা তা'লা কোন না কোনভাবে তাদের প্রয়োজন অবশ্যই পূর্ণ করবেন আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের এই প্রত্যাশাও পূর্ণ করে দেন। খোদা তা'লা যেভাবে তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেন তা দেখে তারা বিস্মিত হয়ে যায়! কিন্তু শর্ত হলো, সদিচ্ছা নিয়ে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কুরবাণী করতে হবে আর অন্যান্য বিধিনিষেধ পালন এবং পুণ্যসমূহও সম্পাদন করা আবশ্যক। সম্পদ ব্যয় করে ভাববেন যে, আমি অনেক ত্যাগ স্বীকার করে ফেলেছি, কর্তব্যও পালন করে ফেলেছি ;এমনটি হওয়া উচিত নয়। না, বরং অন্যান্য পুণ্য করাও আবশ্যক। এমন যেন না হয় যে, এক ব্যবসায়ীর ন্যায় শুধু এ ধারণা নিয়ে সম্পদ ব্যয় করা হবে যে, এর লভ্যাংশ নিতে হবে। আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর তাহলে এর মুনাফা পাবে।

যাহোক, এখন আমি এমন কিছু লোকের নিজস্ব ঘটনাবলী উপস্থাপন করছি যারা আল্লাহ্ তা'লার এ বাণী থেকে লাভবান হয়েছে। বেশিরভাগ ঘটনা হলো, তারা বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহ্‌র জন্য কুরবাণী করেছে আর আল্লাহ্ তা'লাও আশ্চর্যজনকভাবে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন শুধু পূরণই করেন নি বরং আরো বর্ধিত আকারে দিয়েছেন। অনেকেই এরূপ আছেন যারা নিজেদের ও নিজ সন্তানদের ক্ষুধা কীভাবে নিবারণ করবে তার প্রতি তারা ভ্রুক্ষেপও করেন নি। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই আল্লাহ্ তা'লা তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য তদপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাদের কাছে যা কিছু ছিল তাথেকেও অনেক বেশি ফিরিয়ে দিয়েছেন আর এভাবেই এটি তাদের ঈমানে অধিক দৃঢ়তার কারণ হয়েছে। অতএব এরাই হলেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী লোক, যাদের অগণিত দৃষ্টান্ত আমরা আজ আহমদীয়া জামা'তের মাঝেই দেখতে পাই।

গিনি কোনাকরির প্রেসিডেন্ট ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ একটি ঘটনা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, তিনি আমার গত বছরের ওয়াকফে জাদীদের খুতবাটি মসজিদে পড়ে শুনান যাতে আমি আর্থিক কুরবাণীর গুরুত্ব বর্ণনা করেছিলাম এবং এ প্রসঙ্গে হযরত আকদস মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছিলাম। যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্‌কে লাভ করার পাঁচটি উপায়ের একটি উপায় 'জিহাদ বিল মাল'– এর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি (আ.) সেখানে বলেছেন, এক হৃদয়ে দু'টি বস্তুর ভালোবাসা সহবস্থান করতে পারে না। অর্থাৎ সম্পদের প্রতিও ভালোবাসা এবং খোদা তা'লার প্রতিও ভালোবাসা থাকবে। এছাড়াও আমি অর্থিক কুরবাণীর ঈমানবর্ধক কিছু ঘটনা শুনিয়েছিলাম যেগুলো সাধারণত আমি শুনিয়ে থাকি। তিনি বলেন, জুমুআর নামাযের পর একজন দরিদ্র এবং নিষ্ঠাবান আহমদী মূসা কাবা সাহেব তার পকেটে যত অর্থ ছিল তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ওয়াকফে জাদীদ খাতে প্রদান করেন, অথচ তিনি পূর্বেই চাঁদা পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি কত দিয়েছেন? তিনি বলেন, পকেটে যা ছিল বের করে দিয়ে দিয়েছি, আপনি নিজেই গুণে নিন। আমি তো আল্লাহ্‌র ভালোবাসা লাভের উদ্দেশ্যে দিয়েছি, তাই গুণে দিই নি। গণনা করে দেখা গেল সেখানে পঁচাশি হাজার ফ্রাঙ্ক ছিল। যখন তাকে বলা হলো, আপনি এখান থেকে কিছু অর্থ রেখে দিন। আপনাকে তো বাড়িতেও ফেরৎ যেতে হবে। আপনি তো সবই আপনার পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিয়েছেন। গাড়ি ভাড়ার টাকাও তো আপনার কাছে নেই। তখন তিনি বলেন, আপনি শুনেন নি,হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এক হৃদয়ে দু'টি বস্তুর প্রতি ভালোবাসা একসাথে থাকতে পারে না। এজন্য আজ আমাকে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার মাঝে বাঁচতে দিন। এরপর তিনি সানন্দে পায়ে হেঁটে বাড়ি চলে যান।

এই হলো সেই দৃশ্য যা দেখে মোবাল্লেগ সাহেবও লিখেছেন, আল্লাহ্‌র প্রশংসায় হৃদয় ভরে যায়। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)কে

কিরূপ নিষ্ঠাবান জামা'ত দান করেছেন। মানুষ খুতবা শুনে আর বলে দেয় যে, হ্যাঁ আমরা তো খুতবা শুনেছি; কিন্তু এত গভীরভাবে এবিষয়টি নোট করা যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, দু'টি ভালোবাসা হৃদয়ে সহবস্থান করতে পারে না তাই এটি হতে দেওয়া যায় না যে, আমার পকেটে অর্থ পড়ে থাকবে এবং সেটির প্রতিও আমার আকর্ষণ থাকবে। তাই সাথে সাথেই এর ওপর আমলও করেন। মানুষ বলে তারা বুঝতে পারে না।এটি হলো গভীরভাবে কোন কথা শোনা এবং তার ওপর আমল করা। কুরবানীর কত আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্ত! এটিও বয়আতের শর্তের অন্তর্গত যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার সাথে বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে। কোন অভিযোগ করা যাবে না। এই যে চাঁদা দেওয়া হয়েছে, কুরবানী করা হয়েছে, এতে আনন্দ লাভ হয়েছে। নিষ্ঠার সাথে কুরবানীর জন্য তারা প্রস্তুত রয়েছে। আমাদের বিরোধীরা বলে যে, আমরা ধরাপৃষ্ঠ থেকে জামা'তের নাম পর্যন্ত মুছে দিব। কে আছে যে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি এরূপ ভালোবাসা পোষণকারী ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনকারীদের ধ্বংস করতে পারে? আল্লাহ্ তা'লাও এরূপ ভালোবাসা পোষণকারীদের নিজের ক্রোড়ে স্থান দেন আর শত্রুদের অস্তিত্বের ছাপও অবশিষ্ট থাকে না।

ফ্রান্স জামা'তের এক মহিলা হলেন ডেনেভা সাহেবা। স্বল্পকাল পূর্বেই তিনি বয়আত করেছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে তিনি বেশ কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন। তিনি বলেন, ওয়াকফে জাদীদ হোক, তাহরীকে জাদীদ হোক বা মসজিদ ফান্ড হোক, সবসময় আমি আর্থিক কুরবানী করার চেষ্টা করেছি আর চাঁদার কল্যাণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি বলেন, এ বছর আমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদান করি, তখন অবস্থা এমন ছিল যে, আমি ভালো একটি চাকরির জন্য দীর্ঘকাল থেকে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু কোন চাকরি পাওয়া যাচ্ছিল না। তিনি বলেন, আমি যেদিন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদান করেছি, দশ মিনিটি পরই ফোনে অনেক বড় একটি কোম্পানির পক্ষ থেকে আমি অবগত হই যে, সেই কোম্পানীতে আমার চাকরি হয়েছে। তিনি বলেন, এই সমস্ত চাঁদা প্রদানের তাৎক্ষণিক পর আর বিশেষত ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদানের তাৎক্ষণিক পর চাকরি পাওয়া নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমার জন্য একটি নিদর্শন।

কাজাকিস্তানের মুবাল্লেগ লিখেন যে, স্থানীয় মুয়াল্লেম দিসলান সাহেবের স্ত্রী কয়েক বছর পূর্বে বয়আত করেছেন। এ বছর তাদের বিবাহ বার্ষিকীর সময় সাত হাজার স্থানীয় মুদ্রা অর্থাৎ টেঙ্গে তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদ খাতে অর্ধেক করে প্রদান করেন। তিনি বলেন, এই অর্থ প্রদানের এক সপ্তাহ পরই আমি ৭০ হাজার টেঙ্গে লাভ করি যার কোন আশাই আমার ছিল না। আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবানী করার পর তিনি দশগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দিয়েছেন। কিছু লোক বলে থাকে যে, আমাদের সাথে কেন এরূপ হয় না? আমাদের সাথে তো এরূপ ঘটনা ঘটে না! তাদের উচিত ইস্তেগফার করা এবং নিজেদের হৃদয়কে খতিয়ে দেখা যে, সেই কুরবানীর সময় তাদের নিয়্যত সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে ছিল কি? যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে অভিযোগ সৃষ্টি হতে পারে না। তাহলে তো এর জন্য আনন্দিত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা কুরবানী করার তৌফিক দিয়েছেন। বাকি আল্লাহ্ তা'লা যা দিতে চান, যেভাবে দিতে চান দিবেন, আজ নয় তো কাল দিবেন। কিন্তু যাদের নিয়্যতই এটি হয়ে থাকে- তারাই অভিযোগ করে। তারা এভাবে মন খারাপ করে, আর এরূপ লোকদের কাছে নামাযও বোঝা মনে হয়।

মস্কোর এক বন্ধু হলেন আব্দুর রহীম সাহেব। তিনি বলেন, চাকরির ক্ষেত্রে আমার ভাগ্য সবসময়ই মন্দ। যেখানেই কাজ পেতাম সেখানে বেতন এত কম হতো যে, পুরো পরিবারের খরচ নির্বাহ করা কষ্টকর হতো। একবার তো এক মাসের বেতনও দেওয়া হয় নি। কিন্তু এরপর আল্লাহ্ তা'লা এরূপ কৃপা করেন যে, আমার বেতন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমি বুঝতে পারি যে, এটি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ইঙ্গিত যে, আমার চাঁদা ইত্যাদি রীতিমতো দেওয়া উচিত। অতএব আমি চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করি। যত চাঁদা ছিল তা রীতিমতো দিতে থাকি। এই চাঁদা দেওয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'লা আরো অধিক কৃপা করেন। এবং আমি এমন এক চাকরির প্রস্তাব পাই, যার জন্য আমি দু'বছর ধরে অপেক্ষা করছিলাম। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার এখন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদানেরও সৌভাগ্য লাভ হয়েছে, আর আমি একথা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি যে, নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে চাঁদা প্রদান করলে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের আয় বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং আয়-উপার্জনের স্থায়ী ব্যবস্থাও করে দেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে চাঁদাদাতাদের মাঝে বা জামা'তের চাঁদার ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন।

সিয়েরা লিওন থেকে ওয়াটারলু রিজিওনের মুবাল্লেগ ইফতেখার সাহেব বলেন, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের কাজে বিভিন্ন জামা'ত সফর করি, জামা'তের বন্ধুদের বলি যে, আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে চাঁদার গুরুত্ব বোঝানোর ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল। তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ঘোষণার সময় আমি ঘোষণা করেছিলাম যে, সিয়েরা লিওনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, আর তারা যদি চায় তাহলে নিজেদের চাঁদা বৃদ্ধি করতে পারে বা এক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারে। অতএব এই বার্তা নিয়ে তারা বিভিন্ন জামা'তে যান এবং বলেন, খলীফাতুল মসীহ্র বার্তা হলো, সিয়েরা লিওন বেশ বড় ও পুরোনো জামা'ত এবং জামা'তের সদস্যরা কুরবানী করতে প্রস্তুত রয়েছে; আলস্য যদি হয়ে থাকে তবে তা কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে হয়েছে। তিনি বলেন, এই বার্তা শুনে জামা'তের সদস্যদের মাঝে এক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং তারা কেবল ওয়াকফে জাদীদের চাঁদাই প্রদান করে নি, বরং অন্যান্য চাঁদাও বর্ধিত হারে প্রদান করে। নিউটন নামক একটি স্থান রয়েছে, সেখানে আঠারোটি পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা হয়, যার ফলে একদিনেই ১৩ লক্ষ লিওন আদায় হয়। দু'টি আহমদী স্কুলের ছাত্ররা মিলে একদিনেই তিন লক্ষ লিওন ওয়াকফে জাদীদ-খাতে চাঁদা প্রদান করে এবং পরবর্তীতে আরও দুই লক্ষ লিওন অধিক প্রদান করে। নিউটনে মুসলিমা গোফোনা নামক এক ছোট্ট মেয়ে পঞ্চাশ হাজার লিওন প্রদান করে এবং বলে খলীফাতুল মসীহ্র সমীপে দোয়ার আবেদন করবেন। তিনি বলেন, পাঁচজন ছাত্র আমাকে বলেছে যে, তারা কায়িক পরিশ্রম করে যে পারিশ্রমিক পেয়েছিল, [তারা চাঁদা দেওয়ার জন্য কায়িকশ্রম করেছে], সেই ৫০ হাজার লিওন তারা ওয়াকফে জাদীদ খাতে দিয়ে দেয়। অতএব এরা হলো যুগ-খলীফার নির্দেশে সাড়াদানকারী মানুষ! কখনো (খলীফার সাথে) দেখা হয় নি, এভাবে সামনা-সামনি বসে নি; কিন্তু তাদের হৃদয়ে খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রয়েছে! আবার আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির লাভের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারেও প্রস্তুত হয়ে যায়! এই ভালোবাসারই আরেকটি উদাহরণ দেখুন; নিউটনও জামা'তের ঘটনা। তিনি বলেন, আমি এসবা-র ঘরে গিয়ে চাঁদা প্রদানের আহ্বান জানাই এবং খুতবা থেকে উদ্ধৃতি পড়ে শোনাই যে, সিয়েরা লিওনে জামা'তের সদস্যরা কুরবানী করতে প্রস্তুত রয়েছে। এটি শুনে তার স্ত্রী অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন এবং বলেন, খলীফাতুল মসীহ্ শতভাগ সঠিক কথা বলেছেন! কিন্তু অপারগতা হলো আজ আমাদের বাড়িতে কিছু নেই। আমরা তখনও সেখানেই বসে ছিলাম, এমন সময় কোনস্থান থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু অর্থ আসে, যা তিনি তখনই সাথে থাকা সেক্রেটারী মাল-এর হাতে ধরিয়ে দেন যে, আমাদের চাঁদার রশিদ কেটে দিন। গুণে দেখা যায় সেখানে দু'লক্ষ লিওন রয়েছে, যার পুরোটাই তিনি চাঁদা খাতে দিয়ে দিয়েছেন; আর এতে তিনি অত্যন্ত তৃপ্ত ও আনন্দিত ছিলেন। কোন অভিযোগ-অনুযোগ ছিল না যে, দেখ! কেমন অসময়ে এসে পড়েছে! এখন তো আমাদের নিজেদেরই অভাব রয়েছে, যে অর্থ এসেছে তা তোমরা নিয়ে যাচ্ছ। আমি তাকে বললাম, খাদ্যপানীয় ক্রয়ের জন্য হলেও এই অর্থ থেকে কিছুটা ঘরে রেখে দিন। তিনি উত্তরে বলেন, এখন আর কিছু নয় বা এতে পরিবর্তন হবে না! যে টাকা এসেছে, তা চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিয়েছি; এখন আমাদের আর কোন চিন্তা নেই! কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও ধার রাখেন নি! স্বল্পক্ষণ পরেই কোন স্থান থেকে তার কাছে আরও কিছু অর্থ আসে। সেটিও পরিমাণে যথেষ্ট ছিল আর এভাবে তাদের পানাহারের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

কিরগিজস্তানের মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ লিখেন, বিশকিকে বসবাসকারী একজন নিষ্ঠাবান কিরগিজ আহমদি কুওয়্যত সাহেব বলেন, আমি ওয়াকফে জাদীদ খাতে এক হাজার 'সুম' প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলাম। কিরগিজ মুদ্রা হলো 'সুম'। অর্থবছর শেষ হওয়ার এক মাস পূর্বে আমাদের জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব জুমুআর খুতবায় ওয়াকফে জাদীদ-এর চাঁদার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি খুতবায় যুগ খলীফার পূর্বের কোন এক খুতবায় উপস্থাপিত ঘটনাবলি পড়ে শোনান। তিনি বলেন, আমার কৃত এক হাজার সুম ওয়াদার মধ্য থেকে তখন পর্যন্ত শুধুমাত্র দুইশত সুম আদায় করি করেছিলাম। সম্পূর্ণ আদায় করার সামর্থ্য তখনও হয়নি। আমার একজন

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দরুদ শরীফ অধিকহারে পাঠ কর, যা অবিচলতা অর্জনের এক শক্তিশালী মাধ্যম। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে ও অভ্যাসগতভাবে নয়। রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুগ্রহ ও সৌন্দর্যকে দৃষ্টিতে রেখে এবং তাঁর পদমর্যাদার উন্নতি ও সফলতার জন্য।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)

অসুস্থ বোন রয়েছে। সরকার তাকে প্রতি মাসে চার হাজার সুম দিয়ে থাকে। সেদিন জুমুআর পর আমি আমার বোনের পেনশন তোলার জন্য ব্যাংকে যাই। আমি যখন এ.টি.এম. মেশিনে কার্ড দিই তখন একাউন্টে দশ হাজার সুম ছিল। এক সপ্তাহ পূর্বে আমার মা সরকারকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যে, আমাদের সংসার এভাবে চলছে না, তাই ভাতা বৃদ্ধি করা হোক; আমি ভাবলাম, সরকারের পক্ষ থেকে সেই অর্থই হয়ত বা এসে থাকবে। কিন্তু তিনি বলেন, আজ ২৯ শে ডিসেম্বর সকালে সরকারের পক্ষ থেকে একটি ফোন আসে যে, অঙ্গীকার অনুযায়ী আমরা আপনাকে পাঁচ হাজার সুম দিব। এভাবে অতিরিক্ত পাঁচ হাজার সুমও হাতে আসে। তিনি বলেন, আর এভাবে আমি চাঁদাও পরিশোধ করে দিলাম আর পূর্বে যা খরচ হয়েছে বা বিভিন্ন খরচাদি যা হয়েছিল তা এথেকে সমন্বয় করে নিলাম। তিনি বলেন, সেই চাঁদা, যা আমি তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করেছিলাম, এটি তারই কল্যাণ, কেননা আমরা জানতামই না যে, প্রথম অর্থ কোথা থেকে এসেছিল। কিন্তু যাহোক আমাদের একাউন্টে তা জমা হয়েছিল আর ব্যাংক-কর্তৃপক্ষ বলেছে যে, এটি তোমাদেরই অর্থ; এর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। অতএব এসব কুরবানী ঈমান বৃদ্ধিরও কারণ হয়ে থাকে।

তানজানিয়ার আমীর সাহেব বলেন, যাঞ্জবার জামা'তের খায়ের রশিদী সাহেবকে যখন বছরের শেষের দিকে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার কথা স্মরণ করানো হয়, তিনি লিখেন যে, তখন আমার কোন চাকরিও ছিল না আর কোন টাকা-পয়সাও ছিল না;তবুও আমি মুরুব্বী সাহেবের কাছে আমার নাম পরিপূর্ণ আদায়কারীদের তালিকাভুক্ত করে নেওয়ার অনুরোধ করি যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং ব্যবস্থা করে দিবেন। তিনি বলেন, এরপর দু'দিন অতিক্রান্ত হয়ে থাকবে হয়ত, আমি ড্রাইভারের চাকরি পেয়ে যাই আর প্রথম দিনের আয় থেকেই অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে আমি নিজের ও নিজ সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করে দিই। তিনি বলেন, চাঁদা আদায় করার সদিচ্ছার কারণে আমার একটি স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা হয়ে যায়। লক্ষ্য করুন! বলছেন, এসব ঘটনাপ্রবাহ এমন যার ফলে আমাদের ঈমানও মজবুত হয়।

তানজানিয়ার আমীর সাহেবই লিখেছেন যে, আরিঙ্গা অঞ্চলের ত্বাহা সাহেব বর্ণনা করেন যে, এবছর ওয়াকফে জাদীদের চাঁদাসংক্রান্ত অসাধারণ বরকত প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করেছি। তিনি বলেন, ওয়াকফে জাদীদ খাতে আমার ওয়াদা ছিল প্রায় ৬ লক্ষ শিলিং (তানজানিয়ার মুদ্রা)। গত নভেম্বর মাসে আর্থিক টানাপোড়েনের প্রেক্ষিতে তিনি আমার কাছে পত্র লিখেন যে, সার্বিকভাবে দেশের এবং ব্যবসা-বানিজ্যের চিত্র খুবই করুণ; তাই দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লার দেওয়া সামর্থ্য অনুযায়ী আমি যেন ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা পূর্ণ করতে পারি। এখন দেখুন! মানুষ আমার কাছে যেসব পত্র লিখে কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য লিখে না; বরং এই উৎকণ্ঠার সাথে লিখে যে, দোয়া করুন যেন আমরা নিজেদের চাঁদা পরিশোধ করতে পারি। পরবর্তীতে আরো কিছু ঘটনা (এই মর্মে) আসবে যে, মানুষ ব্যক্তিগত অভাব পূরণের পরিবর্তে চাঁদা পরিশোধ করার সামর্থ লাভের জন্য তাহাজ্জুদ পড়ে। তিনি বলেন, চিঠি লেখামাত্র হৃদয়ে এক প্রশান্তি অনুভূত হয় যে, ইনশাআল্লাহ্ কোন না কোন ব্যবস্থা হয়ে যাবে। পত্র লেখার পর মাত্র চব্বিশ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে থাকবে, কোন একটি বরাতে এক বন্ধু নিজ ব্যবসার বিষয়ে পরামর্শ এবং কনসালটেশনের জন্য আমার কাছে আসে। তার সাথে সাক্ষাতে জানতে পারি, পনের বছর পূর্বে আমরা দু'জন স্কুলে সহপাঠী ছিলাম। তিনি বলেন, তার কাজের বিষয়ে আমার সাথে যে কথোপকথন হয়, এর ফলে তার মাধ্যমে আমি একটি নতুন কনট্রাক্ট পাই যা ছিল ৬ মিলিয়ন শিলিং-এর কন্ট্রাক্ট। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমার ওয়াদার তুলনায় কয়েকগুণ বরং দশগুণ বৃদ্ধি করেদিয়েছেন। ৬ লাখকে ৬ মিলিয়ন রূপান্তরিত করেছেন। অগ্রিম পেতেই সর্বপ্রথম আমি আমার ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা পূর্ণ করলাম।

যানঞ্জাবারের একজন নও মোবাইন বন্ধু হলেন জুমুআ সাহেব। সব্জির বাজারে শ্রমিকের কাজ করেন। তিনি বলেন, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায়ের বিষয়ে যখন আহবান জানানো হয়, সে সময় পণ্যবাহী গাড়ীর যাতায়াত বন্ধ ছিল। তিনি গাড়িতে মালামাল ওঠানো নামানোর কাজ করেন। আর্থিক অবস্থা ছিল অসচ্ছল। আমি কিছুদিন তাহাজ্জুদে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করি। (যেভাবে আমি উল্লেখ করেছিলাম, এই ব্যক্তি একজন শ্রমিক এবং হতদরিদ্র, তিনি এই দোয়া করছেন না যে, আমার অভাব মোচন হোক, আমার ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা হোক) বলেন, আমি কয়েকদিন তাহাজ্জুদে চাঁদা আদায়ের জন্য বিশেষ দোয়া করি। তাহাজ্জুদে উঠে কেবল এ দোয়া করেছেন যে, হে আল্লাহ্! আমাকে সামর্থ দাও, আমি যেন আর্থিক কুরবানীতে পিছিয়ে না থাকি। অতএব ওয়াকফে জাদীদের বছর শেষ হবার কেবল তিন দিন পূর্বে যে কাজ বন্ধ ছিল তা পুনঃরায় চালু হয়ে যায় আর তার প্রায় ৩ লাখ শিলিং আয় হয় এবং তিনি বলেন, এটি দিয়ে আমি নিজের ও নিজ সন্তানদের চাঁদা আদায় করার সৌভাগ্য লাভ করি। এটি বলেন নি যে, জীবন নির্বাহের জন্য টাকার ব্যবস্থা হয়েছে বরং তিনি বলেছেন, আমার ও আমার সন্তানদের চাঁদা আদায় করার ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি বলেন, যখন থেকে আমি বয়াত করেছি, বিভিন্ন চাঁদা প্রদানের কারনে আল্লাহ্তা'লা আমার সম্পদে প্রভূত কল্যাণ দিয়েছেন। এরাই হল সেসব লোক, যাদের একমাত্র উৎকণ্ঠা হলো চাঁদা পরিশোধ করা নিয়ে, আর আমি যেভাবে বলেছি, বিশেষভাবে তাহাজ্জুদে কান্নাকাটি করে এই দোয়া করে যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে চাঁদা পরিশোধের সামর্থ দান করো। একজন বস্তুবাদী ব্যক্তি এ কথা শুনে বলতে পারে, এ-তো পাগলামি। কিন্তু জগতপূজারীদের দৃষ্টিতে যারা নির্বোধ, তাদেরকেই আল্লাহ্ তা'লা ভালোবাসেন এবং তাদের চাহিদা তিনি নিজেই পূর্ণ করেন।

রিপোর্টে অদ্ভুত সব ঘটনা আসে। গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লেখেন, নর্থ ব্যাংক রিজিওনের একটি গ্রামের দোকানদার ইবরাহীম সাহেব খুব সফল একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। লোকেরা নিজেদের আমানত তার কাছে গচ্ছিত রাখতো। সে সময় তিনি আহমদী ছিলেন না। কোন কারণে হঠাৎ তিনি দেউলিয়া হয়ে গেলেন এবং নিজ ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য লোকদের আমানত থেকেও খরচ করে ফেললেন। যখন তার আশংকা হলো যে, মানুষের আমানত ফেরত দিতে সক্ষম হবেন না, তখন তিনি নিজ পৈত্রিক দেশ গিনি কোনাকোরিতে চলে যান। দেশ ছেড়ে পালালেন আর তিন বছর পর্যন্ত গিনি কোনাকোরিতে অবস্থান করলেন। এরপর তিনি ফেরত যেতে মনস্থ করলেন, সৎ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, ফিরে গিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করবেন। এছাড়া যে ঋণের বোঝা আছে বা ঋণ আছে তা কোন না কোন ভাবে প্রাপ্যদের ফেরত দিতে হবে। অতএব তিনি গ্রামের চীফ এবং জেলা প্রধানকে ফোন করলেন এবং আরেকটি সুযোগ দেওয়ার মিনতি করলেন অর্থাৎ আমাকে আরেকটি সুযোগ দিন, আমাকে ফিরে আসতে দিন এবং গ্রেফতার করবেন না, তাহলে আমি ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করব। অতএব চীফ এই শর্তে ফেরত আসার অনুমতি দিল যে, তিনি পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করবেন এবং মানুষের আমানত প্রত্যার্পন করবেন। যদি তিনি এরূপ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাকে জেলে পাঠানো হবে। বলেন যে, তিনি ফিরেছেন সবে চার মাস পূর্বে, তখনি তার কাছে হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর বাণী পৌঁছল। তিনি শোনামাত্র আহমদীয়াত গ্রহণ করলেন এবং নিয়মিত চাঁদা দেওয়া শুরু করলেন। আর্থিক বিভিন্ন তাহরিকে তিনি অংশগ্রহণ করতে থাকেন আর যা-ই আয় হতো, তা থেকে কিছু না কিছু অংশ প্রদান করতেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নিয়মিত চাঁদা দেওয়ার কল্যাণে তার কাজে এত আশিষ বর্ষিত হয় যে, দুই বছরের মধ্যে তিনি শুধুমাত্র তার সকল ঋণই (যার পরিমান ছিল প্রায় ২ লাখ ডালাসি) পরিশোধ করে দেননি, বরং নিজের বাড়িও বানিয়েছেন। পুনরায় দোকানও শুরু করেছেন। আর আগের তুলনায় তার কাজে অনেক বেশি উন্নতি হচ্ছে। আর তিনি নিজেই বলেন যে, এসকল উন্নতি শুধুমাত্র চাঁদার কল্যাণে হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া জামা'তের অন্য এক লাজনা সদস্যা বর্ণনা করেন যে, যখন আমরা নতুন ঘরে স্থানান্তরিত হয়েছিলাম তখন আমাদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। ঘর ভাড়াও অনেক বেশি ছিল। আমার কাছে প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র ক্রয় করার মত টাকাও ছিল না। অন্যদিকে অর্থ বছরও শেষ হচ্ছিল। আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ ভরসা করে চাঁদা পরিশোধ করে দিলাম। এই মহিলা অস্ট্রেলিয়ার মত উন্নত দেশে বসবাস করেন! এমন নয় যে তিনি গরীব কোন দেশে বসবাস করেন। আর তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ! আমাকে কারো দারস্থ করো না, তুমি স্বয়ং আমার সকল প্রয়োজন পূর্ণ ক রো। তিনি বলছেন, সেদিন সন্ধ্যায় আমার স্বামী আসেন এবং আমাকে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, আজ আমি আমার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে এই বোনাস পেয়েছি। সকল কর্মীদের মাঝে এই বোনাস শুধুমাত্র আমিই পেয়েছি, অন্য কোন কর্মী পায়নি। এই অর্থের পরিমান আমার

যুগ খলীফার বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, সেই অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন।

(ডেনমার্কের জলসা সালানা (২০১৯) উপলক্ষ্যে বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : **Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)**

দেওয়া চাঁদার দ্বিগুণ ছিল। তিনি বলছেন, আল্লাহ্ তা'লার এমন কৃপা ও অনুগ্রহে আমি বিস্মিত হই। আর আমার হৃদয়ে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবানীকারীকে আল্লাহ্ কখনো সহায় সম্বলহীন পরিত্যাগ করেন না।

ভারত থেকে ইন্সপেক্টর কমর উদ্দিন সাহেব লিখেন, অর্থ বছর শেষের দিকে নাযেম ওয়াকফে জাদীদসহ জামা'তী সফরে কালিকট জামা'তে পৌঁছি। তখন তারা জনাব হানিফ নামে এক আহমদী ভাইয়ের বাড়িতে যান। তিনি ৮ বছর পূর্বে বয়াত করেছিলেন। তিনি কায়িকশ্রমের ওপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করেন। তার ঘরে পৌঁছার পর তার দশ বছর বয়সী ছেলে মাদলাল আলী তার বুগী ও গোলাক(বা মাটির ব্যংক) নিয়ে আসে এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদানকালে বলে, এই টাকা সে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সারা বছরে জমা করেছে। বুগী খুললে দেখা যায় যে তাতে অনেক টাকা ছিল। নাযেম সাহেব সেই বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করেন, সাধারণত বাচ্চারা তাদের পছন্দের জিনিস ক্রয়ের উদ্দেশ্যে টাকা জমায়, কিন্তু তুমি তা ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে কেন দিচ্ছ? এতে সেই বাচ্চা যে উত্তর দেয় তার মর্ম হলো, আল্লাহ্ তা'লা ও রসূল (সা.) এবং খলিফাগণ তো খোদার রাস্তায় খরচ করার নির্দেশ প্রদান করে থাকেন, এজন্য ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা খাতে প্রদান করছি। এ হল আহমদী শিশুদের তরবিয়্যতের মান। যে জামা'তের শিশুদের চিন্তাধারা এমন এবং এইভাবে তরবিয়্যত হয়ে থাকে, তাকে আহমদী বিরোধীরা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে! বিরুদ্ধবাদীরা যতই অপ্রচেষ্টা করুক না কেন, যেহেতু এই জামা'তকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ধর্মকে পৃথিবীতে প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন,তাই সর্বদা আল্লাহ্ তা'লাই অবলম্বন হন এবং সাহায্য করে থাকেন এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মের হৃদয়ে এর ভালোবাসা ও এর উদ্দেশ্য অর্জনের ব্যাকুলতা সৃষ্টি করতে থাকেন।

তানযানিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, প্রতিবেশী দেশ মালাভীর মানকী মাগোচী জামা'তের মুয়াল্লেম সাহেব লিখেন, এক ব্যক্তি ইব্রাহীম সাহেব মাংসের ব্যবসা করেন। তিনি এই বছর ওয়াকফে জাদীদের জন্য পাঁচ হাজার আটশ মালাভীয়ান কাওয়াচা ওয়াদা করেন। বছরব্যাপী কিছুকিছু পরিমাণ চাঁদা জমা করাতে থাকেন। ডিসেম্বরে পর্যন্ত কিছু অংশ বকেয়া থেকে যায়। দেশের পরিস্থিতির কারণে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি ঋণ করে ওয়াদা পূর্ণ করেন। এক সপ্তাহ পর তিনি পুণরায় ব্যবসা শুরু করার উদ্দেশ্যে একটি ছাগল ক্রয় করেন, যেন তার মাংস বিক্রি করতে পারেন। এত ভাল ব্যবসা হয় যে, কিছুদিনের মধ্যেই তার সমস্ত ঋণ শোধ হয়ে যায়। অতএব দরিদ্র ব্যক্তিরাও যে খোদা নির্ভরতা ও ত্যাগের মহিমায় চাঁদা প্রদান করে থাকেন, (তাদেখে) আল্লাহ্ তা'লাও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। এখন দেশের অবস্থা পূর্ববৎ, কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তাদের অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

মালাভী'র একটি জামা'ত মাওয়ালার মোয়াল্লেম সাহেব বলেন, আমাদের জামাতে এক বিধবা রয়েছেন যার নাম মাটেমবা সাহেবা; প্রত্যেক বছর নিজের অবস্থা অনুসারে চাঁদা পরিশোধ করেন। এ বছর ওয়াকফে জাদীদের জন্য কিছু অর্থের ওয়াদা ক রেন এবং অর্থবছরের মধ্যেই অন্যান্য মহিলাদের পূর্বেই সম্পূর্ণ পরিশোধ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। যেদিন সম্পূর্ণ পরিশোধ করেন সেই রাতেই স্বপ্নে দেখলেন যে, তাকে বলা হচ্ছে, আজ থেকে তোমার কাজে খোদা সাহায্য করবেন। পরদিন তিনি সেই মোয়াল্লেম সাহেবের কাছে আসলেন এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা অতিরিক্ত আদায় করেন। তিনি বলেন, চাঁদার বরকতে খোদাতা'লা আমার ফসল অনেক বৃদ্ধি করেন। আর এখন তো আমাকে তিনি স্বয়ং বলে দিয়েছেন, খোদা তোমার সাহায্য করবেন। কখনো কখনো অদ্ভুতভা বে আল্লাহতা'লা ঈমানের তাৎক্ষণিক উন্নতির উপকরণ সৃষ্টি করে দেন।

আলবেনিয়ার মোবাল্লেগ নও মোবাঈনদের বিষয়ে লিখেন, একজন বন্ধু মাইকলিস বিয়া সাহেব, তিন বছর পূর্বে তিনি বয়আত গ্রহণ করেন। জামা'তের সেক্রেটারী তবলীগ। তিনি অনেক সক্রিয় খাদেম। একদিন তিনি নিজের সাথে একটি পয়সা ভর্তি কৌটা নিয়ে এলেন। তিনি বলেন, তিনি একমাস যাবত এই কৌটাটি নিজের গাড়িতে এ নিয়্যতে রেখেছিলেন যে, যতটুকু সাশ্রয় হতে থাকবে; তিনি এ থেকে জামা'তের চাঁদার জন্য জমা করতে থাকবেন। প্রথমবার যখন তিনি পূর্ণ কৌটা নিয়ে এলেন, তখন এক অংশ নিজের চার মাস বয়সী পুত্র বেওরন বিয়ার পক্ষ থেকে তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদ খাতে আদায় করেন। আর অবশিষ্ট অংশ নিজের পক্ষ থেকে তাহরীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ এবং লাজেমী চাঁদার খাতে আদায় করেন। এরপর থেকে প্রত্যেক মাসে পয়সা ভর্তি কৌটা নিয়ে আসেন এবং ওয়াকফে জাদীদ উপলক্ষে ডিসেম্বরের শেষ জুমআতেও নিজের সাধ্যানুযায়ী অনেক বড় অংকের আর্থিক কুরবানী তিনি করিয়েছেন। আহমদী হওয়ার পর কুরবানী করার এক স্পৃহা সৃষ্টি হয় কেননা খোদাতা'লার অনুগ্রহের দৃষ্টান্ত তারা দেখে থাকে।

যুক্তরাজ্যের চীম জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, আমাদের নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছতে অনেক ঘাটতি ছিল; এজন্য তাহাজ্জুদে উঠে আমি দোয়া করতাম। একদিন আমার স্ত্রী বললেন, অমুক ব্যক্তি অথবা অমুক পরিবারকে যদি বলো, তাহলে তোমার আদায় বেড়ে যাবে। যখন সেই পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা হয় তখন তারা বলে, আমাদের নাম প্রকাশ করবেন না, আর এক হাজার পাউন্ড আদায় করে। এছাড়াও এক হাজার পাউন্ড নিজেদের দুই সন্তানের পক্ষ থেকেও আদায় করেন এবং বলেন যে, যদি আপনাদের আরো প্রয়োজন হয় তাহলে বলবেন।

যুক্তরাজ্য থেকেই ইসলামাবাদ লাজনার সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করার পরে সন্তানদের লালন-পালনে ব্যস্ত ছিলাম। এখন আমার সন্তানদের বয়স যথাক্রমে পাঁচ এবং আট বছর। সমস্ত চাঁদা স্বামীর আয় থেকেই আদায় হত। আমার একাউন্টে শুধু বাচ্চাদের চাইল্ড বেনিফিট আসতো। আমি মনে করতাম আল্লাহর পথে যত ব্যয় করি, একে প্রকৃত আর্থিক কুরবানী বলতে পারবো না। এ বছর সেপ্টেম্বরে নিজের ব্যক্তিগত একাউন্ট থেকে চাঁদার জন্য স্ট্যান্ডিং অর্ডারের মাধ্যমে ওসীয়্যত, তাহরীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ; এছাড়াও নিজের দাদী এবং চাচার পক্ষ থেকেও চাঁদা আদায় করা শুরু করি। মাসিক কিস্তি এতটুকু নির্ধারণ করি যেন তা আমার আয় অনুসারে প্রকৃত কুরবানী হয়। এ মাসেই আমি শিশুদের স্কুলে শিক্ষকের সহকারী হিসেবে চাকরীর আবেদন করি; ভবিষ্যতে আরো কাজ করার জন্য কিছু অভিজ্ঞতা অর্জনছিল উদ্দেশ্য।কিন্তু সফলতার কোন আশা ছিল না। তিনি বলেন, আমার একাউন্ট থেকে যেদিন প্রথমবার চাঁদার টাকা পরিশোধ হয় তার পরদিন স্কুল থেকে আমার ইন্টারভিউ-এর ডাক আসে। আমার একাউন্ট থেকে যখন দ্বিতীয়বার চাঁদা আদায় করা হয় তখন আমাকে স্কুল কর্তৃপক্ষ সহকারী শিক্ষকের পরিবর্তে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করে, যার ফলে আমার আয় দশগুণ বেড়ে যায়। এসব দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় কুরবানি করার ফলেই এসব হয়েছে।

জার্মানির মোবাল্লেগ ফরহাদ সাহেব বলছেন, উইযবাদনের স্থানীয় এমারতের একজন খাদেম বলেন, তিনি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আগেই আদায় করেছিলেন এমনকি যে টাকা ওয়াকফে জাদীদ খাতে আদায় করার কথা ছিল তা-ও বর্ধিত চাঁদা হিসাবে তাহরীকে জাদীদ খাতে আদায় করে দিয়েছিলেন। সেই মাসেই কর বিভাগের পক্ষ থেকে এ মর্মে পত্র আসে যে, আপনাকে আট শ' ইউরো আদায় করতে হবে। তিনি বলেন,তাসত্ত্বেও আমি সাহস করে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় করে দেই আর মনস্থির করি যে, ঋণ নিয়ে কর পরিশোধ করব। এর কয়েক সপ্তাহ পর কর বিভাগের পক্ষ থেকে আবার পত্র আসে যাতে লেখা ছিল, আমরা আপনার কাগজপত্র খতিয়ে দেখেছি, আপনার নামে ফেরতযোগ্য কোন কর নেই উল্টো আপনাকে চার হাজার চারশ' ইউরো আমাদের পক্ষ থেকে ফেরত দিতে হবে। তিনি বলেন,

কিছুদিন পরই আমার গাড়ির এক্সিডেন্ট হয়, গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় অর্থাৎ কেউ আমার গাড়ির ক্ষতি করে ফেলে এজন্যও আমি চার হাজার সাত শ' ইউরো পেয়ে যাই। এভাবে সামান্য সাহস করে আমি যে চাঁদা বৃদ্ধি করেছিলাম,এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা তা পরিশোধের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। এখন কেউ এটিকে কাকতালীয় ঘটনা বলতে পারে কিন্তু একজন মুমিন জানে যে, এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপার কল্যাণে হয়েছে।

কানাডার লাজনার সদর বলছেন, জনৈক বোন বলেন যে, তিন বছর পূর্বে তার স্বামী পড়ালেখা করছিলেন। চাকরির পাশাপাশি বাইরের সকল দায়িত্ব তার ঘাড়েই এসে পড়ে। তাকে পরিশ্রান্ত করে দেওয়ার মত এই রুটিন তাকে বিধ্বস্ত করে দেয় ফলে অসুস্থতা পেয়ে বসে। এরই মাঝে যখন ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের ওয়াদার সময় আসে তখন তিনি নিজ আয়ের দ্বিগুণ ওয়াদা লিখিয়ে দেন। কিছুদিন পর তার চাকরি চলে যায় আর তিনি খুবই অভাব-অনটনের শিকার হয়ে পড়েন এমনকি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে খরচাদি নির্বাহ করা আরম্ভ করে দেন। বছর শেষে যখন চাঁদা আদায়ের

যুগ খলীফার বাণী

পরকালের বিষয়ে চিন্তিত এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের ইবাদতের হিফাযতের বিষয়ে মনোযোগী হয়।

(খুতবা জুমা, ৪ঠা অক্টোব, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

সময় আসে তখন বাধ্য হয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা করে তিনি ক্রেডিট কার্ড দিয়েই তার চাঁদা আদায় করে দেন। আল্লাহ্ তা'লা বিস্ময়কর নিদর্শন দেখান আর তা হলো, সেদিনগুলোতেই তিনি ব্যাংক থেকে জানতে পারেন, তার ক্রেডিট প্রোটেক্শন ইনস্যুরেন্স রয়েছে আর যদি চাকরী চলে গিয়ে থাকে তাহলে এর জন্য তার আবেদন করার সুযোগ আছে। এভাবে তার ক্রেডিট কার্ডের পুরো বকেয়া পরিশোধের ব্যবস্থা হয়ে যায়। একইসাথে পূর্ববতী চাকরির চেয়েও ভাল চাকরি তিনি পেয়ে যান। ধীরে ধীরে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। তিনি আগের চেয়ে আরো বেশি লাজেমি চাঁদা আদায় করেন এবং ঐচ্ছিক বিভিন্ন খাতে ওয়াদাও বাড়িয়ে দেন আর এর মাঝে তার স্বামীর পড়ালেখাও সম্পন্ন হয়ে যায় এবং তিনিও ভালো চাকরি পেয়ে যান। এখন তিনি নিজের চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন আর স্বামীর আয় দিয়েই জীবন নির্বাহ হচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ার মোবাল্লেগ লেখেন,আমীন সাহেবের পরিবারের সর্বদাই, রমযান মাসেই নিজেদের ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় করে দেওয়ার বাসনা থাকে। এবছর আয়-রোজগার কম ছিল তাই বাহ্যত ওয়াদা আদায় করা অসম্ভব ছিল। মোবাল্লেগ সাহেব লেখেন, আমি রমযান মাসে তাদেরকে দেখেছি যে, তিনি রোযা রেখে প্রতিদিন নিজ পরিবারকে সাথে নিয়ে পাহাড়ী অঞ্চলে চার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে তাদের কেন্ডেল নাটের ক্ষেতে যেতেন যেন এর মাধ্যমে নিজেদের ওয়াদা আদায় করতে পারেন। এভাবে তিনি রমযানের মাঝেই নিজেদের দু'লক্ষ টাকার ওয়াদা আদায় করে দেন আর এত টাকা কঠোর পরিশ্রম করা ছাড়া তাদের পক্ষে একত্র করা কোনভাবেই সম্ভবপর ছিল না। মোবাল্লেগ সাহেব বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, আপনাদেরকে রোযা রেখে এতটা পরিশ্রম করতে কীসে বাধ্য করে? এর উত্তরে তিনি বলেন, আমি ও আমার পরিবার শুধুমাত্র যুগ-খলীফার নির্দেশনায় আমল করে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই।

বুরকিনা ফাসোর পিকায়ায় একটি জামা'তে এক আহমদী আছেন নিয়ামপা সাহেব, যিনি বয়আত করেছেন দশ বছরের বেশি সময় হয়ে গেছে। তবে চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে দুর্বলতা ছিল। ঘরে রোগ-ব্যধি ও অভাব-অনটন লেগেই থাকত। কিছুসময় ধরে তিনি বিভিন্ন চাঁদা বিশেষভাবে তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ-এর চাঁদা নিয়মিতভাবে আদায় করা আরম্ভ করে দেন। এর ফলে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার আর্থিক অভাব-অনটনই দূরীভূত হয়নি বরং যেসব রোগ-ব্যধি ছিল তা থেকেও আল্লাহ্ তা'লা আরোগ্য দান করেন। এবছর তিনি ওয়াকফে-জাদীদ খাতে বর্ধিত উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করেন।আর যারা তাকে কাজ দিত না তারা নিজেরা তার কাছে কন্ট্র্যাক্ট করতে আসেএবং কাজ দেয়। ইদ্রিস সাহেব বলেন, এটি নিছক আল্লাহরই অনুগ্রহ যে,তিনি ওয়াকফে-জাদীদের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধির উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। অতএব, ঋণকে বর্ধিত আকারে ফেরত দেওয়ার এই হলো আল্লাহ্ তা'লার রীতি।

গুটিকতক ঘটনা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম, এরকম অগণিত ঘটনা রয়েছে। আল্লাহ্তা'লা সর্বদা জামা'তের সদস্যদের সাথে এমন আচরণ অব্যহত রাখুন আর জামা'তের সদস্যবৃন্দ ও যেন নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে ত্যাগ স্বীকার করতে থাকে, আর আল্লাহতা'লাও স্বীয় অনুগ্রহের নিদর্শন প্রদর্শন করতে থাকুন। (আমিন)

এখন আমি ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করে বিগত বছরের কিছু পরিসংখ্যান আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ৬৩তম বছর গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০-এ শেষ হয়েছে এবং ৬৪তম বছর ১লা জানুয়ারী থেকে আরম্ভ হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এবছর জামা'তের সদস্যদের এক কোটি পাঁচ লাখ ত্রিশ হাজার পাউন্ড আর্থিক কুরবানি করার সৌভাগ্য হয়েছে এবং গত বছরের তুলনায় এই আদায় আট লাখ সাতাশি হাজার পাউন্ড বেশি, আলহামদুলিল্লাহ।এটি কোন মানবীয় প্রচেষ্টার ফলে হতে পারে না, এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা।

এ বছরও ইংল্যান্ড মোট আদায়ের দিক থেকে বিশ্বের জামা'ত গুলোর মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে। যুক্তরাজ্যের লাজনা ইমাঈল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেক পরিশ্রম করে কাজ করে। এ বছর যে বড় সংখ্যা দেখা যাচ্ছে তাতে বুঝা যায় পুরুষরাও লাজনাদের মত পরিশ্রম করেছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জার্মানি। যদিও তারাও চাঁদা অনেক বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু ইংল্যান্ড তাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। পাকিস্তান কারেন্সির (মুদ্রা স্ফীতির) কারণে জামা'তগুলোর মাঝে অনেক পেছনে চলে গেছে; যদিও তৃতীয় নম্বরেই আছে। যাহোক সামগ্রিকভাবে দেশীয় মুদ্রার দৃষ্টিকোণ থেকে এখানেও উন্নতি হচ্ছে এবং মানুষ কুরবানীও করছেন। পাকিস্তানে প্রাণের কুরবানীও দেওয়া হচ্ছে, সম্পদের কুরবানীও দেওয়া হচ্ছে, প্রাণের কুরবানীও দেওয়া হচ্ছে,লাগাতার মানসিক নির্যাতন-নিপীড়নও তাদের ভোগ করতে হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্যও সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন। কানাডা চতুর্থ স্থানে রয়েছে, এরপর যথাক্রমে আমেরিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামা'ত, ইন্দোনেশিয়া এবং ঘানা রয়েছে। আফ্রিকার দেশসমূহে ঘানাও এখন বড় দেশগুলোর প্রতিযোগিতার তালিকায় প্রথম দশ'টি জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। মাথাপিছু আদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে আমেরিকা প্রথম স্থানে রয়েছে, এরপর সুইজারল্যান্ড, এরপর ইংল্যান্ড।

আফ্রিকায় সামগ্রিক আদায়ের হিসাব অনুযায়ী প্রথম স্থানে রয়েছে ঘানা, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মরিশাস, এরপর যথাক্রমে নাইজেরিয়া, বুরকিনা ফাসু, তানজানিয়া, সিয়েরা লিওন, গাম্বিয়া, কেনিয়া, মালি এবং বেনিন।

মোট চাঁদাদাতার সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ বায়ান্ন হাজার।

মোট আদায়ের দিক থেকে যুক্তরাজ্যের শীর্ষ দশটি বড় জা'মাত হল, প্রথম ফার্নহাম, দ্বিতীয় ইসলামাবাদ, তৃতীয় উস্টারপার্ক, চতুর্থ পাটনী, পঞ্চম বার্মিংহাম সাউথ, ষষ্ঠ জিলিংহাম, সপ্তম সাউথ চীম, অষ্টম মসজিদ ফযল, নবম বার্মিংহাম ওয়েস্ট এবং দশম নিউ মল্ডেন।

মোট আদায়ের দিক থেকে (যুক্তরাজ্যের) শীর্ষ পাঁচটি রিজিওন হল যথাক্রমে- বাইতুল ফুতুহ, মসজিদ ফযল, ইসলামাবাদ, মিডল্যান্ডস এবং বাইতুল এহসান।

আতফাল বিভাগের ক্ষেত্রে (যুক্তরাজ্যের) শীর্ষ দশটি জামা'তের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে ফার্নহাম, এরপর যথাক্রমে- ইসলামাবাদ, রোহেম্পটন ভ্যাল, বাইতুল ফু তুহ, মিচাম পার্ক, গ্লাসগো, চীম, গিলফোর্ড, উস্টার পার্ক এবং বার্মিংহাম সাউথ। মোট আদায়ের দিক থেকে (যুক্তরাজ্যের) দশটি ছোট জা'মাত হলো, লেমিংটন স্পা, স্পেন ভ্যালী, বোর্ন মাউথ, বার্টন, মাউনট্রেন্ট, পিটার বারা, কভেন্ট্রি, এডিনবারা, কিথলে এবং সোয়ানজি।

জার্মানীর পাঁচটি স্থানীয় এমারত যথাক্রমে- হ্যামবুর্গ, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, উইযবাদেন, গ্রস গেরাও এবং ডিটসেন বাখ্। ওয়াকফে জাদীদ খাতে প্রাপ্তবয়স্কদের চাঁদার ক্ষেত্রে জার্মানির শীর্ষ দশটি জামা'ত হল যথাক্রমে- রোয়েডার মার্ক, নয়েস, নিডা, মাহদীয়াবাদ, মাইনয কোবলেন্য, হ্যানাও, লাঙ্গান, ফ্লোরেনয্ হাইম, বেনয্ হাইম এবং পিনেবার্গ।

আতফাল বিভাগের ক্ষেত্রে (জার্মানীর) পাঁচটি শীর্ষ রিজিওন হলো যথাক্রমে- হিসেন যুদ ওষ্ট, হিসেন মিটে, রায়েন লেওফলয, ওয়েস্ট ফলেন ও টনেস।

পাকিস্তানে শীর্ষ তিনটি জামা'ত হল যথাক্রমে- লাহোর, রাবওয়া এবং করাচী। প্রাপ্তবয়স্কদের চাঁদার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলার অবস্থানগত দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে যথাক্রমে- ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিণ্ডি, সারগোধা, গুজরাত, গুজরাঁওয়ালা, উমরকোট, হায়দ্রাবাদ, পেশোয়ার, মিরপুর খাস এবং ডেরাগাজী খান। মোট আদায়ের দিক থেকে (পাকিস্তানের) শীর্ষ দশটি জামা'ত হল যথাক্রমে- ডিফেন্স লাহোর, ইসলামাবাদ শহর, টাউনশিপ লাহোর, ক্লিফটন করাচী, দারুয্ যিকর লাহোর, গুলশানাবাদ করাচী, সামনাবাদ, আযীযাবাদ করাচী, রাওয়ালপিণ্ডি শহর এবং আল্লামা ইকবাল টাউন, লাহোর।

আতফাল বিভাগে পাকিস্তানের তিনটি বড় জামা'ত হল, লাহোর প্রথম, করাচী দ্বিতীয় এবং রাবওয়া তৃতীয়। আর আতফাল বিভাগে জেলাপর্যায়ের অবস্থান হল, প্রথম স্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ, এরপর যথাক্রমে- গুজরাঁওয়ালা, সারগোধা, শেখুপুরা, ফয়সালাবাদ, ডেরাগাজী খান, গুজরাত, উমরকোট, নারওয়াল এবং বাহাওয়াল নগর। কানাডার এমারতগুলো হলো, যথাক্রমে- ভন, পিসভিলেজ, ভ্যানকুভার, ব্রাম্পটন ওয়েস্ট, এবং টরন্টো ওয়েস্ট। কানাডার শীর্ষ দশটি জামা'ত হলো, যথাক্রমে- ব্র্যাডফোর্ড, ডারহাম, মিল্টন ইস্ট, এডমিন্টন ওয়েস্ট, উইন্ডসর, মিল্টন ওয়েস্ট, রিজাইনা, অটোয়া ওয়েস্ট, এড্রি, এবং এবাটস্ফোর্ড।

আতফাল বিভাগের শীর্ষ এমারতগুলো যথাক্রমে- ভন, টরন্টো ওয়েস্ট, পিস ভিলেজ, ক্যালগেরী এবং ব্রাম্পটন ওয়েস্ট। আতফাল বিভাগের শীর্ষ জামা'তগুলো হলো, যথাক্রমে- ব্র্যাডফোর্ড, ডারহাম, মিল্টন ওয়েস্ট, লণ্ডন (অন্টারিও) এবং হ্যামিল্টন মাউন্টেন। আদায়ের দিক থেকে আমেরিকার শীর্ষ দশটি জামা'ত যথাক্রমে- মেরিল্যান্ড, লস-এঞ্জেলেস, সিয়াটল, সিলিকন ভ্যালী, বোস্টন, অস্টিন, অওশকোশ, সীরাকোচ, রচেস্টার এবং মিনিসোটা।

আতফাল বিভাগের (যুক্তরাষ্ট্রের) শীর্ষ জামা'তগুলো হলো যথাক্রমে- মেরিল্যান্ড, লস-এঞ্জেলেস,সিয়াটল, অরল্যান্ডো, সিলিকন ভ্যালী, অস্টিন, অওশকোশ, মিনিসোটা, লাস ভেগাস এবং ফিশ বার্গ।

ভারতের প্রাদেশিক জামা'ত সমূহের মধ্যে প্রথম কেরালা, এরপর যথাক্রমে তামিল নাড়ু, জম্মু কাশ্মীর, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, উড়িশা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশ। জামা'তসমূহের মধ্যে যথাক্রমে

২০১৫ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

৬ই জুন, ২০১৫

তুর্ক অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত

সিরিয়া থেকে আগত পেশায় চিকিৎসক এক ভদ্রলোক জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন: খোদার কসম! এমন সুব্যবস্থিত ব্যবস্থাপনা আমি জীবনে দেখি নি। আমরা তো ছয়জনকে সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যাই। আর এখানে প্রায় চল্লিশ হাজার লোক একত্রিত ছিল অথচ কোন ধাক্কাধাক্কি ছিল না। আমি খলীফাকে আন্তরিকভাবে সম্মান করি। আমি বারাহীনে আহমদীয়া পুরোটাই পড়েছি। খোদার কসম! উনবিংশ শতাব্দীতে ইসলামের প্রতিরক্ষায় এমন কোন পুস্তক রচিত হয় নি, আরবেও না কিম্বা আরবের বাইরেও না।

তিনি বলেন: যেভাবে মির্যা সাহেব ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণকে প্রতিহত করেছেন, মুসলমানদের মধ্যে তার কোনও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। আমি পূণ্য প্রত্যয়ের সঙ্গে বলছি, তিনি ইসলাম এবং আঁ হযরত (সা.) প্রকৃত প্রেমী ছিলেন। আমি দোয়া করি, আপনাদের জামাত উন্নতি করতে থাকুক।

৭ই জুন, ২০১৫

ইসলামিক স্টাডিস-এর প্রফেসর মাতিহস রোহি সাহেব এবং একজন কুটনীতিক হেরাল্ড কিন্ডারম্যন যিনি থিঙ্কট্যাঙ্ক-এর একজন সদস্যও বটে, তাঁরা উভয়ে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন।

সাক্ষাতের শুরুতে ইসলামী প্রফেসর হুযুর আনোয়ার এর কাছে তাঁর রচিত পুস্তক উপস্থাপন করেন।

হেরাল্ড সাহেব বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির উল্লেখ করে বলেন, পৃথিবীতে বর্তমানে যে বিবাদ-বিশৃঙ্খলা চলছে, তা গত ২০ বছরের ইতিহাসে সর্বাধিক। এই পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য সেই সব মানুষের বৃহত্তর ঐক্যের প্রয়োজন, যারা শান্তির প্রসার করেন এবং উগ্রবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। হুযু আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে পশ্চিমি বিদেশ নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বলেন, পশ্চিমি দেশগুলি সমস্যা বুঝে উঠতে মস্ত ভুল করেছে। যেমন সিরিয়া, ইরাক এবং লিবিয়ায় যুদ্ধের সিদ্ধান্ত।

পশ্চিমি দেশগুলির বিদেশনীতি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং সরকারকে জনগণদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে অপরের সহায়তা করা তাদের নিরাপত্তার জন্য জরুরী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: লিবিয়ার পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্গীন। পরিস্থিতির উন্নতি ঘটার কোনও তাৎক্ষনিক সমাধান নেই এবং পরিস্থিতির উন্নতি হতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। এখন জানা গেছে যে, দায়েশ লিবিয়াতেও প্রবেশ করেছে; ফলে ইউরোপের উপর বিপদের মেঘ ঘনাচ্ছে। কেননা ইতালি লিবিয়া থেকে দুরে নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: উত্তর আফ্রিকান দেশগুলি ইউরোপ সংলগ্ন। তাই পশ্চিমি বিশ্বের উচিত মরোক্কোকেও সাহায্য করা যাতে তা উগ্রবাদের মত সমস্যার শিকার না হয়।

হুযুর আনোয়ার ইসলামী শিক্ষার প্রফেসরের কাছে জানতে চান যে, জার্মানের মানুষ কি ইসলামী আইনে আগ্রহ দেখায়? প্রফেসর সাহেব বলেন, একটা আগ্রহ আছে আর তাদেরকে বোঝানো দরকার যে শরিয়া আইন কঠোর বা অনমনীয় কোন আইন নয়। বরং এই আইন অত্যন্ত উপযোগী এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ। মানুষের অজ্ঞতা দুর করা দরকার।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামের দুর্নাম করার জন্য মিডিয়ারও ভূমিকা আছে। মুসলমানেরা যেখানেই স্বাধীনভাবে এবং নিরাপদে বাস করছে, সেই সব দেশের আইন তাদের মেনে চলা উচিত।

কুটনীতিক হেরাল্ড সাহেব রাশিয়া এবং ইউক্রেনের পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতির কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে। রাশিয়া দ্বারা ইউক্রেনের কাছ থেকে ক্রিমিয়া অঞ্চল দখল করা আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধে।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে মধ্য-প্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়ার বিষয়ে তিনি বলেন: শান্তির বিশেষ কোনও আশা আমি দেখছি না। সেখানে এতবেশি বিশ্লেষক আছে যে তাদের মধ্যে মতৈক্য গড়ে ওঠা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। বর্তমানের নীতি এবং এবং সরকার ব্যবস্থা একেবারে ব্যর্থ; শান্তির আশা ক্রমে অস্তমিত হচ্ছে।

জলসা সালানার তৃতীয় দিন

আন্তর্জাতিক বয়আত

আন্তর্জাতিক বয়আত এম.টি.এর মাধ্যমে এই সারা পৃথিবীতে এটি সম্প্রচারিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত দেশে বসবাসকারী আহমদীরা যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে হুযুরের হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করে।

আজ হুযুর আনোয়ারের হাতে জার্মানী, আলবেনিযা, সিরিয়া, ফিলিস্তিনি, নাইজেরিয়া, ইতালি, রাশিয়া, সুডান, এবং তিউনেশিয়ার মোট ১৪৩ জন সদস্য বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। বয়আত শেষে হুযুর আনোয়ার দোয়া করেন।

সমাপ্তি অধিবেশন

কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অধিবেশনের সূচনা হওয়ার পর নযম পরিবেশিত হয়। এরপর হুযুর আনোয়ার কৃতী ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষা জগতে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকারী ব্যক্তিদের হাতে পদক ও সনদ তুলে দেন। সৌভাগ্যবান ছাত্ররা হলেন-

ডক্টর এজাজ আহমদ সাহেব, পিএইচডি ইন মেডিকেল। ম্যগানা কাম লাউডি

নাবীল আহমদ হোসেন, সেকেন্ড স্টেট এক্সামিনেশন ইন টিচিং। ৯৭%।

ভোলকার আহমদ, সেকেন্ড স্টেট এক্সামিনেশন ইন টিচিং। ৮৮%।

সৈয়্যদ কলীম আহমদ, মেডিক্যাল, ৮৫%।

ওয়ালীদ আহমদ মিঞা, মাস্টার অফ সাইন্স ইন ফিজিক্স, ৯৭%।

আব্দুল বাসীর, মাস্টার ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ৯৭%।

আতাউল হক, মাস্টার ইন সোশাল এন্থ্রোপোলোজি (সুইজারল্যান্ড), ৯৫ %।

হামীদ মাহমুদ, মাস্টার অফ সাইন্স সফ্ট ওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, ৯৩%।

বাসিল আহমদ মির্যা, মাস্টার অফ সাইন্স ইন কনস্ট্রাকশন ইন্ড্রাস্ট্রি, ৯১%।

উসমান মহম্মদ খলীল, মাস্টার অফ সাইন্স ইন ফিজিক্স, ৯০%।

আতাউল মুনইম চৌধুরি, মাস্টার ইন অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং, ৮৯%।

হুমায়ুন আহমদ খান, মাস্টার ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ৮৯%।

আব্দুল ওহীদ ওয়াড়াইচ, এম.বি.এ এক্সিকিউটিভ, ৮৯%।

মালিক ফাহিম খোখর, মাস্টার ইন কম্পিউটার সাইন্স, ৮৮%।

তৈয়্যব আহমদ, এম.বি.এ ইন ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট।

ইখলাক মালিক, মাস্টার ইন কম্পিউটার সাইন্স, ৮৮%।

শাহযাদা মুজীব, মাস্টার অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন আইটি, ৮৭%।

মালিক নাঈম খোখর, মাস্টর ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ৮৭%।

আহমদ নাদীম কুরায়েশী, সি.জি.পি.এ এ প্রাপ্ত নম্বর ৪এর মধ্যে ৩.৬৯।

আনীস আহমদ নাদীম, মাস্টার ইন বিজনেস স্ট্যাটিস্টিকস এন্ড ম্যানেজমেন্ট। জি.পি.এ. তে ৪ এর মধ্যে ৩.৬৭।

ফারায আহমদ কামরান, মাস্টার অফ ফিলাসফি ইন এডভান্স কম্পিউটার সাইন্স। ৭৩%।

ওয়াকাস আলি, বি.এস ইন ইকনমিস এন্ড স্ট্যাস্টিকস, জি.পি.এ তে ৪এর মধ্যে ৩.৫৩।

উসমান মুবারক, মাস্টার ইন ফিলাসফি ইন বায়ো কেমিস্ট্রি। জি.পি.এ তে ৪ এর মধ্যে ৩.৩৭।

মাসউদ আহমদ রশীদ, বি.এস.সি ইন ইকনমিক্স এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্স, ৮১ %।

মুনীব আহমদ, ব্যাচেলর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন রেফ্রিজেরেশন এন্ড এয়ার কান্ডিশিনিং। ৯৫%।

রাফে আহমদ তাহের, ব্যাচেলর অফ সাইন্স ফ্যাসিলিটি ম্যানেজমেন্ট, ৯১%।

রাশীদ আহমদ বাজওয়া। ব্যাচেলর অফ আর্টস ইন ইসলামিক স্টাডিজ, ৯০%।

উসামা বাজওয়া, ব্যাচেলর ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ৮৯%।

লাবীদ আহমদ কাযি, ব্যাচেলর ইন কম্পিউটার সাইন্স, ৮৮%।

আফান আহমদ কাহলোঁ, বি.এ ইন বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন,

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেক দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। **(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)**

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

৮৭%।

উমর ফারুক নায, বি.এস ইন কম্পিউটার সাইন্স, ৮৭%।

বাসীর আহমদ শেখ, ব্যাচেলর ইন কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ৮৫%।

বাবর মহীউদ্দিন বাট, ব্যাচেলর ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ৮৫%।

সৈয়্যদ জামাদ যুমাম আব্বাসী, বি.এ. ইন কমিউনিকেশন ম্যানেজমেন্ট, ৮৫%।

ইয়াসি মাহমুদ, বি.এস. ইন ম্যাথামেটিক্স (পাকিস্তান) সি.জি.পি.এ তে প্রাপ্ত নম্বর ৪ এর মধ্যে ৩.৮৪।

তাহের রশীদ বাট, বি.এস ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, ৮৫%।

আমীর সাঈদ খান, বি.এস অনার্স ইন বায়ো টেকনলিজি এন্ড ইনফরমেশন (পাকিস্তান), ২৬৬০ পয়েন্টের মধ্যে ২০৩৯ পয়েন্ট।

নাইয়ার আহমদ শেখ, আবিটুর, ১০০%।

যাইন মুবাশ্বির সাহেব। আবিটুর, ৯৫ %।

কামরান আহমদ খান, আবিটুর, ৯৬%।

মাবরূর আহমদ, আবিটুর, ৯৩%।

তালহা নাসীর, আবিটুর, ৯৩%।

৭ই জুন, ২০১৫

জলসা সালানার সমাপ্তি ভাষণ

তাশাহুদ তাউয এবং সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন-

অতঃপর হুযুর আনোয়ার বলেন-

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বিগত তিন চার বছরে জার্মানীতে জামাত আহমদীয়ার পরিচিতি বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তবলীগ এখানে আগেও করা হত; জার্মানীর জামাত তবীলগের ক্ষেত্রে আগে থেকেই বেশ সক্রিয়তা দেখিয়ে এসেছে। কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের কাছে জামাতের এমন ব্যাপক পরিচিতি ইতিপূর্বে কখনও গড়ে ওঠে নি। রাজনীতিকবর্গ থেকে শুরু করে শিক্ষিত শ্রেণী এবং জনসাধারণের মধ্যেও পূর্বের থেকে বেশি জামাতের পরিচিতি তৈরী হয়েছে। এই কারণেই কয়েক শ্রেণীর মানুষ এবং কিছু পত্র-পত্রিকা আমাদের বিরুদ্ধে বিরোধিতাপূর্ণ আন্দোলনও চালিয়েছিল আর জামাতের দুর্নাম করার চেষ্টাও করা হয় বা করা হয়েছে, কিন্তু এর প্রতিকারও আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাধ্যমেই করেছেন। এই সব রাজনীতিক, শিক্ষিতশ্রেণী, এমনকি সেই সব মানুষও আছে যাদের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্কই নেই, তারাও জামাতের পক্ষে সরব হচ্ছে। এটি জার্মানদের ভদ্রতা ও সততাও বটে। কিছু কিছু স্থানে ইসলামী আইন এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং স্কুলের পাঠ্যক্রমের জন্য জামাতের পরামর্শকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর আমরা যেসব স্থানে মসজিদ নির্মাণ করি, সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা ও রাজনীতিকদের কথাবার্তায় সেইসব বিষয়গুলি প্রকাশও পায়। আর এই অনুকুল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং জামাতের পরিচিতি বৃদ্ধি পেয়েছে কেবল মাত্র আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে। পরিচিতি বৃদ্ধি হওয়ার এই কাজে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের অবদান বেশি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কোন এক ব্যক্তি বলেছিল যে তাদের এলাকা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ,সেখানে কোন বিরোধিতা নেই- একথা শুনে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, আসল বার্তা তো সেখানেই প্রসারিত হয়, যেখানে বিরোধিতা আছে। কাজেই ইউরোপের দেশগুলিতে বিভিন্ন পন্থায় বিরোধিতাকারী দেশগুলির মধ্যে প্রথম হল জার্মানী। একদিকে এদেশে সব থেকে বেশি স্থানীয় মানুষেরা জামাতের সমর্থক, অপরদিকে বিরুদ্ধবাদীরা, সংখ্যায় অল্প হলেও, অনেক বেশি সক্রিয়। এই দিক থেকে জার্মানীর মানুষদের কাছে আশা করা যায় যে এখানে বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলামের সত্য অনুধাবন করবে। ইনশাআল্লাহ্ ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কাজেই আমরা এখনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জন করতে চাই না বা কেবল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদেরকে ব্যবহার করব না, বরং তাদেরকে ধন্যবাদ জানানোর সেরা উপায় হল তাদেরকে নিয়মিতভাবে ইসলামের সৌন্দর্যের বিষয়ে অবগত করা। নিশ্চয় আল্লাহ্ হৃদয় উন্মোচনকারী, তিনিই মানুষকে সত্য ধর্মের পথে পরিচালিত করবেন, কিন্তু তিনি আমাদের উপর কিছু দায়িত্বাবলীও অর্পন করেছেন; আমাদেরকেও সেই হিদায়াতের পথের দিকে মানুষের পথপ্রদর্শন করার বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। কাজেই প্রথম শান্তি ও ভালবাসা সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে আপনারা ব্যপকহারে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের কাছে পোঁছে দিয়েছেন, কিন্তু এরপর জার্মানীর মানুষ সহ সকলকে এও বলতে হবে যে তাদের জন্য প্রকৃত মুক্তিদাতা হিসেবে যাকে আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন, তিনি হলে হযরত খাতামাল আম্বিয়া মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.) আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁরই প্রকৃত শিক্ষাকে অব্যাহত রাখতে মসীহ ও মাহদীকে প্রেরণ করেছেন। এখন নিজেদের পরকাল সুসজ্জিত করতে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা কর।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব যেভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে শান্তিবার্তার লিফলেট পোঁছেছে, ঠিক সেভাবেই এখন লক্ষ লক্ষ কোটি মানুষের কাছে আল্লাহ্ তা'লার দিকে আহ্বানকারী লিফলেট পোঁছে যাওয়া উচিত। হতে পারে এর দ্বারা এই সব শ্রেণীর মানুষের মধে এমন কিছু মানুষও তৈরী হবে যারা বর্তমানে আমাদের সমর্থন করে, কিন্তু পরে বিরোধিতা আরম্ভ করবে। এতে কিছু যায় আসে না। এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শিক্ষিত, যারা বোঝে যে আমাদের বার্তা হল 'ধর্মের বিষয়ে কোনও বলপ্রয়োগ নেই, আমরা কোনও যুদ্ধও করব না, যে বিষয়টিকে আমরা উপকারী হিসেবে মনে করি, সেটি নিজেদের বন্ধুবান্ধবেদের কাছে পোঁছে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। যেমনটি আমি বলেছি, এটি একটি দায়িত্ব যা আমাদেরকে কাঁধে দেওয়া হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি, তাতে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দিকে আহ্বান করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এছাড়া উপায়ও বলেছেন যে কিভাবে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করতে হবে আর আহ্বানকারীদের অবস্থা কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, তবলীগ করার সময় উত্তম 'হিকমত' অবলম্বন কর। সেই হিকমত কি? সাধারণ অর্থে আমরা বিচক্ষণতা বুদ্ধিমতাকে ধরি অর্থাৎ বুঝেশুনে কথা বলা। এর আরও অর্থ আছে, যেমন জ্ঞানের মধ্যে বিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত আর অন্যান্য জ্ঞানও রয়েছে। এছাড়াও 'হিকমত' বলতে ন্যায় ও সাম্যকেও বোঝানো হয়। অপরের ভুলত্রুটি দেখে সহনশীলতা, উদ্যম ও সহানুভুতি প্রদর্শন করা, আত্মপ্রত্যয়ী থাকা, যে কথাই বল তাতে আত্মবিশ্বাস থাকা এবং স্থান, পাত্র কাল বিচারে সত্য প্রকাশ করা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব এই সব কথা মাথা রেখে, আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীদেরকে বিভিন্ন ধরণের মানুষের গতিপ্রকৃতি ও হাবভাব বুঝে বিভিন্ন পন্থায় তবলীগ করতে হবে। প্রত্যেককে একই পদ্ধতিতে বার্তা দেওয়া যেতে পারে না। কেউ শিক্ষিত, কেউ নিজের ধর্মের বিষয়ে গোঁড়াপন্থী, কেউ আবার বিজ্ঞানের যুক্তি চায়, কেউ ভাবাবেগের বশে কেউ নৈতিকতা দেখে প্রভাবিত হয়। মোট কথা বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। কাজেই যে ব্যক্তি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথায় প্রভাবিত হয়, তাকে যুক্তি-প্রমাণ ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অনুরক্ত করার চেষ্টা করতে হবে; সেখানে ভাবাবেগ কাজে আসবে না। এরজন্য আপনাদের নিজেদের জ্ঞান বাড়াতে হবে। যখন ন্যায় ও সাম্যকে সামনে রেখে তবলীগ করতে হলে এটাও দেখতে হবে যে এমন কোন কথা যেন মুখ থেকে না বের হয় যা ন্যায়সঙ্গত নয় আর এমন আপত্তি যেন না ওঠে যেখানে বিরুদ্ধবাদী সুযোগ পেয়ে আমাদের উপর আঘাত হানবে। অন্য ধর্মের অনুসারীরা এমনই সব আপত্তি ইসলাম সম্পর্কে করে এসেছে এবং করে থাকে যা উল্টো তাদের দিকেই ফিরে যায়। শুধু তাই নয়, মুসলমানেরাও জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে এমন আপত্তি করে থাকে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সম্পর্কে এমন আপত্তি করে, ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখলে সেগুলি অন্যান্য আম্বিয়ার উপরও বর্তায়। যাইহোক তবলীগের সময় এই বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখতে হবে যে এমন কথা যেন না বলা হয় যা ন্যায় বিবর্জিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়া তবলীগের জন্য একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, ধৈর্য ও সহনশীলতা সহকারে ধর্মের সৌন্দর্য তুলে ধরতে হবে। আমরা মুসলমানদেরও তবলীগ করতে হবে, আর অমুসলিমদেরও তবলীগ করতে হবে। ইউরোপের দেশগুলিতে বিভিন্ন দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমান এসে বসবাস করতে শুরু করেছে। এরা বিভিন্ন ফির্কার মুসলমান। এদের মধ্যে অনেকেই অপরের বিরুদ্ধে উগ্রতাপূর্ণ চিন্তাধারা পোষণ করে, এমনকি তাদেরকে কাফের পর্যন্ত আখ্যায়িত করে। আমি এই মুহূর্তে সেই বিষয়ের মধ্যে যাচ্ছি না যে তাদের কুফর ফতোয়া দেওয়ার কারণ কি? যাইহোক এরা কেবল আহমদীদেরকেই কাফের বলে না, নিজেদের মধ্যেও হানাহানি হয়ে থাকে। গতকালই এখানে

আরববাসীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়, যাদের সংখ্যা চার- পাঁচশ ছিল, তাদের মধ্যে কিছু অ-আহমদীও ছিল। আমার মতে তাদের অধিকাংশই ছিল অ-আহমদী তাদের অর্ধেক অবশ্যই অ-আহমদী ছিল। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, অমুক ফির্কা সাহাবাদেরকে কাফের বলে। আপনি কি বলেন? আমি তাকে একথাই বললাম যে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, মুসলমানকে কাফের আখ্যা দানকারীর উপরই তার সেই ফতোয়া ফিরে যায়। কিন্তু বার বার তিনি পীড়াপীড়ি করছিলেন যে, 'আপনি কি বলেন?' আমি তাকে বললাম, আঁ হযরত (সা.)-এর কথার পর, তাঁর সিদ্ধান্তে পর আমার কি সাধ্য, আমার বলার প্রয়োজন কি? যাইহোক তবলীগের জন্য বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে উত্তর দেওয়া এবং সহনশীলতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা জরুরী। আর সহনশীলতা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন অপরের প্রতি সহানুভূতি থাকে। আর প্রকৃত সহনশীলতা হল কোন মহত কিছু অর্জনের জন্য তুচ্ছ কোন বিষয়কে সহন করা আর সব থেকে বড় বিষয় হল এই মুহূর্তে খোদা তা'লার বাণীর প্রচার করা আর এর সামনে কোন বিষয়ই কোন মূল্য রাখে না। এর তুলনায় সমস্ত বিষয় তুচ্ছ আর ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সেই সব মানুষদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি, যারা তথাকথিত আলেমদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাদের প্ররোচনায় এসে সম্মানীয় সাহাবাদের উপর অপবাদ দেয় বা তাদের সম্পর্কে অন্যায় কথা বলে। আর এই সহানুভূতির কারণে আমাদের তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে হবে। তাদেরকে সেই সব অন্যায় কথা বলা থেকে বিরত রাখতে হবে। যুক্তি ও ভালবাসা দিয়ে আর ধৈর্য ও সহনশীলতা দিয়ে এই কাজ করতে হবে। আঁ হযরত (সা.) যখন একথা বলেছিলেন যে, একজন কলেমা পাঠকারীকে কাফের আখ্যা দানকারীর উপর তার কথা ফিরে আসে; তিনি একথা বলেন নি যে তার মুণ্ডুপাত কর। কখনই নয়। আমাদেরকে কাফের এবং অমুসলমানদেরও তবলীগ করতে হবে এবং তাদেরকে ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কাজেই নিজে থেকে কারোর উপর কুফরের ফতোয়া দেওয়ার প্রয়োজন নেই কিম্বা অমুক ফির্কা অমুক ফির্কাকে কাফের বলেছে বলেছে বলে আমরা আনন্দিতও নই। এমন প্রশ্নকারী কিম্বা এমন চিন্তাধারা পোষণকারীদের ভেবে দেখা দরকার যে, যদি কেউ কারো উপর কুফরের ফতোয়া দেয়, তবে এর দ্বারা ইসলামের কি উপকার হবে? ইসলামের সেবা তখনই হবে যখন রাফযি কিম্বা অন্য কেউ হোক এসব না দেখে তাদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে যুক্তিপ্রমাণ সহকারে খণ্ডণ করে প্রকৃত মুসলমান বানানো হবে। আঁ হযরত (সা.)-এর উক্তি অনুসারে সেই ব্যক্তি মুসলমান, যার মুখ ও হাত থেকে মুসলমান ও প্রত্যেক মানুষ নিরাপদ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব আমাদের কাজ হল নিজেদের মুখ ও হাত দ্বারাও অপরের ক্ষতি সাধন করা থেকে সব সময় বিরত থাকা। এছাড়া 'হিকমত' এর মধ্যে এই অর্থও আছে যে, প্রত্যেক কথা স্থান পাত্র কাল অনুসারে হওয়া উচিত। আর এমন কথা বলা উচিত নয় যা প্রতিপক্ষকে উত্তেজিত করে তোলে, ক্রুদ্ধ করে আর তবলীগ শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম না হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় আর এভাবে ধর্মের নিন্দুকদেরকে আমরা নিজেরাই সুযোগ করে দিই যারা বলে ধর্মই তো সকল বিশৃঙ্খলার মূল।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়াও তবলীগ সত্য ও তথ্য নির্ভর হতে হবে। অনেকে মনে করে, আমরা সত্য ধর্মের দিকে আহ্বান করছি, তাই সত্য থেকে এদিক সেদিকে কথা বলা যেতেই পারে। এটা ঠিক না। হিদায়াত দেওয়া যখন আল্লাহ্‌র কাজ, যেমনটি তিনি বলেছেন, তাই সত্য কথা বর্ণনা করুন যা খোদা তা'লা বলেছেন। এমন না হয় যে হিদায়াত দিতে দিতে নিজেই মিথ্যার জালে জড়িয়ে পড়েন। কিছু মানুষ ঘটনা বর্ণনা করার সময় অতিরঞ্জনের সাহায্য নেয়। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে বলা হয়েছে যে এক ব্যক্তি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর নিদর্শন সমূহের বিষয়ে অতিরঞ্জন করে ফেলতেন। এক দিন তিনি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)এর সঙ্গে ছিলেন, সেই সময় তিনি এক আরববাসীকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতি খোদা তা'লার সাহায্য ও নিদর্শনের বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে লেখরামের নিহত হওয়ার ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেন- 'হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে অমুক দিন অমুক সময় লেখরাম নিহত হবে আর তাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। অতঃপর সেই দিন এবং ঠিক সেই সময়েই লেখরামকে বিশেষ নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়। তার বাড়ির চারপাশে পুলিশের পাহারা লাগানো হয়, মানুষ বাড়ির বাইরে একত্রিত হয়ে পড়ে যাতে কেউ ভেতরে না প্রবেশ করতে পারে। বাড়ির মধ্যেও তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু এই সব কিছু সত্ত্বেও এক ফিরিশতা ছাদ বিদীর্ণ করে নেমে এসে তার পেটে চাকু মেরে চলে যায় এবং তাকে হত্যা করে আর এই ঘটনা কেউ দেখতে পায় নি। সেই আরব এই ঘটনা শুনে আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ্ উচ্চারণ করতে থাকে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) আমি তাকে বললাম, তুমি মিথ্যা ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিচ্ছ। তুমি সেই সত্য বর্ণনা কর যে ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য যদিও দিন নির্ধারিত ছিল যে, ঈদের দ্বিতীয় দিন হবে, কিন্তু ছয় বছরের সময় দেওয়া হয়েছিল। আগামী মাসে বা আগামী বছর বা অমুক দিন এটা পূর্ণ হয়েছিল- তুমি যেভাবে সময় নির্দিষ্ট করে বলছ তা ভুল। নাহলে আমি তাকে বলছি যে তুমি ভুল বলছ আর সত্য ঘটনা তাকে বলে দিচ্ছি। একথা শুনে সেই ব্যক্তি করজোড়ে বললেন, আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, আমি যদি সেই সময় তার সংশোধন না করতাম, তবে পরে সেই আরব যখন ঘটনাটি বর্ণনা করত, তখন সে আরও বেশি বাড়িয়ে চাড়িয়ে বলত আর বলত সত্যতার এমন এক নিদর্শন প্রকাশ পেল যে যমীন বিদীর্ণ হয়ে পড়ল আর তা থেকে ফিরিশতা বের হল আর ঘরের দেওয়া ফেটে গেল আর তার মধ্য থেকে ফিরিশতা বেরিয়ে এসে তাকে হত্যা করে চলে গেল। আর এরপর আরও যে সব কল্পকাহিনী তৈরী হত তা জানা দুষ্কর। এই ভাবে ধর্মের বিষয়ে অসত্য ছড়িয়ে পড়ে এবং তথাকথিত বুজুর্গদের সম্পর্কে কল্পকাহিনী শোনানো হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই সংক্ষিপ্ত বিষয় আমি নিজের ভাষায় বর্ণনা করলাম। যাইহোক কাউকে অনুরক্ত করার জন্যও প্রকৃত ঘটনাকে সব সময় দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। এছাড়া হিকমত এর অর্থ নবুয়্যতকেও বোঝানো হয়। অর্থাৎ তবলীগ সেই পন্থায় কর যার মাধ্যমে নবী তবলীগ করেছিলেন। আর একজন মুসলমানের জন্য, আমাদের জন্য সেই মাধ্যম হল কুরআন করীম। অতএব কুরআনের যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে জগতের মন জয় করার চেষ্টা করা উচিত, নিজের মনের মত করে দলিল সাজিয়ে কাউকে অনুরক্ত করার চেষ্টা করা উচিত না। কুরআনের দলিল দ্বারা তবলীগ করলে কথার গুরুত্বও বৃদ্ধি পাবে। অপ্রয়োজনীয় বাগ্মীতা এবং নিজের যুক্তিকে মজবুত করতে নিজের পক্ষ থেকে দলিল দেওয়া হলে পরিণাম উল্টো হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কাজেই এই একমাত্র অস্ত্র যার প্রয়োগে আমাদের বিজয় নিহিত। অর্থাৎ কুরআন করীমকে সর্বদা হাতে রাখুন এবং যার প্রয়োগের প্রত্যেককে নিরুত্তর করে দেওয়া সম্ভব আর জিহাদের জন্যও এটিই অস্ত্র যা আল্লাহ্ তা'লা প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ বিষয়ে লিখেছেন যে, আজ যদি মুসলমানেরা বুঝত! বর্তমান যুগে আমরা মুসলমানদের যে দশা দেখছি, তারা আরও বেশি চরমপন্থী হয়ে পড়ছে। এ বিষয়টি অনুধাবন করুন এবং অস্ত্র দ্বারা পৃথিবী জয় করার কথা না বলে, অস্ত্রের জোরে শরিয়ত বলবৎ করার পরিবর্তে এই সুন্দর শিক্ষার মাধ্যমে মন জয় করার চেষ্টা করুন। কিন্তু এ বিষয়ে তাদের বিবেক পর্দাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের সেই পর্দা সেইদিন অপসারিত হবে, যেদিন তারা যুগের ইমামকে মান্য করবে। অতএব আজ আমাদের কাজ হল সেই অস্ত্র দ্বারা জগতকে বিদ্ধ করা এবং তাদের মন জয় করার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বিভিন্ন সময় এবং কালকে এখানে জার্মান ও অমুসলিম অতিথিদের সঙ্গে অধিবেশনে আমি আঁ হযরত (সা.) এবং কুরআন করীম থেকে জিহাদ ও শান্তির বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা উপস্থাপন করেছিলাম। যা শুনে কিছু কিছু অতিথি নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এই সব কথাগুলি শুনে ইসলাম সম্পর্কে আমাদের চিন্তাধারা একেবারে পাল্টে গিয়েছে। অধিকাংশ অতিথিই বিভিন্ন সময়ে এই অভিমত জানিয়েছেন যে, আমরা জামাত আহমদীয়াকে চিনি ও জানি। এই কারণে যে সব আহমদীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আছে, তারা আমাদরেকে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করেছেন। কাজেই এই শিক্ষা সম্পর্কে মানুষকে অবগত করা

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 18 Feb, 2021 Issue No.7

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(খুতবার শেষাংশ...)

কোয়েম্বাটুর, কাদিয়ান, পাঠাপ্রিয়াম, হায়দ্রাবাদ, কোলকাতা, ব্যাঙ্গালোর, কালিকাট, কান্নুরটাউন, ঋষিনগর এবং কেরাং।

অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ দশটি জামা'ত যথাক্রমে মেলবর্ন লং ওয়ারেন, কাসেল হিল, মসডান পার্ক, মেলবর্ন বাইরুক, এডলেট সাউথ, মাউন্ট রোইট, পেজিথ পেনরিথ পার্থ, লোগান ইস্ট, ব্ল্যাক টাউন।

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ জামা'তসমূহ হলো, যথাক্রমে মেলবর্ন লং ওয়ারেন, কাসেল হিল, মসডান পার্ক, মেলবর্ন পার্ক, পেনরিথ, মাউন্ট ড্রইট, মাউন্ট রইট, ব্ল্যাক টাউন, এডলেট সাউথ পার্থ এবং ক্যানবেরা। আতফালদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ জামা'তসমূহ হলো, মেলবর্ন লং, এডলেট, মেলবর্ন বাইরুক, মাউন্ট-ড্রইট, লোগান ইস্ট, পেনরিথ, কাসেল হিল, মেলবর্ন ইস্ট পার্থ এবং এডিলেড ওয়েস্ট।

আল্লাহ্ তা'লা এ সকল কুরবানীকারীদের ধন ও জনসম্পদে অফুরন্ত কল্যাণ দান করুন। তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিও দিন। তারা যেন হুকুকুল্লাহ (আল্লাহ্র অধিকার) এবং হুকুকুল ইবাদ (বান্দার অধিকার) আদায়কারী হয়। আমি পুনরায় তাহরীক করছি, পাকিস্তানের

আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সমস্যাবলী দূরীভূত করুন, তাদের দুশ্চিন্তাসমূহ দূর করুন, বিরোধীদের হাতকে বিরত রাখুন এবং যেসব বিরুদ্ধবাদীর সংশোধন হওয়ার নয়, আল্লাহ্ তা'লা তাদের পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন। কারাবন্দীদের দ্রুত মুক্তির উপকরন সৃষ্টি করুন- যাদের মধ্যে আলজেরিয়ার কারাবন্দীরাও অন্তর্ভুক্ত। আলজেরিয়াতেও অনেক বিরোধীতা রয়েছে। তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্যও প্রশান্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন। বিশেষভাবে দোয়া, নফল ইবাদত এবং দানখয়রাতের ওপর জোর দিন। শান্তি ও নিরাপত্তার দিক থেকে পাকিস্তানের সার্বিক অবস্থা ভালোনয়। তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার উপকরণ সৃষ্টি করুন। তারা যে একে অপরকে হত্যার চেষ্টায় মেতে উঠেছে এবং যে সন্ত্রাসবাদ ও নৈরাজ্য রয়েছে আল্লাহ্ তা'লা এসবের অবসান করুন। সেখানকার ব্যাবস্থাপনা এবং সরকারকে কাণ্ডজ্ঞান দিন, তারা যেন প্রকৃত অর্থেই জনসাধার ণের সেবাকরতে পারেএবং ন্যায়ের ভিত্তিতে কাজ করতে পারে। অনুরূপভাবে বিশ্বের সার্বিক অবস্থার জন্যও দোয়া করুন- যা দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা গোটা মানবজাতির প্রতি কৃপা করুন। (আমিন)

****

আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের কর্তব্য। আর এগুলি সেই শিক্ষা যা কুরআন করীম আমাদেরকে দিয়েছে। আর তবলীগের জন্য 'হিকমত' শব্দে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে একথাও বলেছেন যে, এমন পন্থায় কথা বলা উচিত যা অন্যরা বুঝতে পারে। একজন স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তির সামনে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা হলে তা তার কোনও উপকারে আসবে না। তাই আঁ হযরত (সা.) ও একথাই বলেছেন যে, মানুষের সঙ্গে কথা বল তাদের ক্ষমতা ও বোধশক্তি অনুসারে । এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমাদের কর্মসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম কাজ ও কথার মধ্যে সর্বোত্তম কথা হল তোমরা আল্লাহ্র বাণীকে সত্য, প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে পৃথিবীর কাছে পোঁছে দেওয়া। কেননা খোদা তা'লার কাছে এটিই সব থেকে পছন্দীয় বিষয়। আর আল্লাহ্ তা'লার এই আদেশ পালন করার কারণে তোমরাও তাঁর প্রিয়ভাজন হয়ে উঠবে। আল্লাহ্ তা'লার নিকট সব থেকে পছন্দীয় বিষয় এটিই যে, মানুষ যেন শয়তানের হাত থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত ইবাদতকারী ও খোদার উপাসক হয়ে ওঠে। আর এতে উপকার মানুষের নিজেরই, খোদার নয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা আমার ইবাদত কর বা না কর, তাতে আমার কি আসে যায়? যদিও শয়তানকেও আল্লাহ্ পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন যে, তারা যেন মানুষকে প্ররোচিত করার এবং খোদার পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু আম্বিয়াগণের মাধ্যমে তিনি আমাদের পথপ্রদর্শনের উপকরণও সৃষ্টি করেছেন। এবং আম্বিয়াগণের অনুসারীদের এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আম্বিয়াদের কাজকে তোমরা এগিয়ে নিয়ে চল আর দাওয়াতে ইলাল্লাহ্র কাজকে থেমে যেতে দিও না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কাজেই এই যুগে যেখানে শয়তান বা শয়তানী শক্তিগুলি নিজেদের সর্বশক্তি দিয়ে পৃথিবীকে শয়তানের ঝুলিতে ফেলে দিতে চাইছে, তেমনি অপরদিকে খোদা তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামাতের উপর এই দায়িত্বও অর্পন করেছেন, আমরা যেখানে পৃথিবীকে হিদায়াতের দিকে পথপ্রদর্শন করব এবং যেমনটি আমি জুমার খুতবায় বলেছিলাম, এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে এক নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে প্রেরণ করেছিলেন। এখন আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে সেই নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী তৈরী করতে নিজের অবদান রাখবে। আর একদিকে যেমন নিজেদের হৃদয়ের ভূমিকে মসৃণ করে আল্লাহ্র স্মরণকে আবাদ করতে হবে, অপরদিকে জগতবাসীকে নতুন পৃথিবী ও নতুন আকাশ তৈরীর পথও বলে দিতে হবে। যাইহোক পৃথিবীতে এই দুটি দল আছে; একটি শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়, আর অপরটি হল আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী। আজ ভূ-পৃষ্ঠে শুধুমাত্র জামাত আহমদীয়াই হল সেই প্রকৃত জামাত যারা পৃথিবীকে খোদা তা'লার দিকে আহ্বান করার ভূমিকা পালন করছে বা করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই জামাতের অংশ করে আমাদের উপর অনেক বড় অনুগ্রহ করেছে। সেই অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে নিজেদের দায়িত্বাবলী পালনের প্রতি মনোযোগী হতে হবে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্র কর্তব্য পালনের প্রতি পূর্বের চেয়ে বেশি এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার বাণীর গভীর রহস্যকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যাবতীয় যুক্তি প্রমাণের দ্বারা উন্মোচিত করেছেন এবং আমাদের হাতে এক অফুররন্ত ধনভাণ্ডার তুলে দিয়েছেন। কাজেই আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীসের নির্দেশ শিরোধার্য করে অর্থাৎ 'তোমরা যা কিছু নিজেদের জন্য পছন্দ কর তা নিজের ভাইয়ের জন্য পছন্দ কর'- কুরআনের শিক্ষার জ্ঞান ও মারেফাতে পরিপূর্ণ এই ধনভাণ্ডারকে মুসলমানদের কাছে পোঁছে দেওয়া , শয়তানের হাত থেকে বের করে তাদেরকে খোদা তা'লার প্রকৃত বান্দায় পরিণত করা এবং তাদেরকে তথাকথিত উলেমা, যারা তাদেরকে এখন এই যুগের ইমাম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে আর এই জন্য তারা নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে, তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় গত বছরের তুলনায় এখানেও এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, জামাতের পরিচিতি বৃদ্ধি পেয়েছে আর মানুষ আহমদীয়াতের কাছে আসছে। ব্যাপকহারে জামাতের পরিচিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে; দেশের প্রধান শহরগুলিতে মানুষ এখন জামাত সম্পর্কে পরিচিত হচ্ছে। মুসলিম এবং অমুসলিম দেশ উভয়েই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সেই সাথে আমাদেরকেও নিজেদের অবস্থাকে ব্যবহারিক নমুনা বানানোর পাশাপাশি তাদের অন্তর

এরপর ২ এর পাতায়....

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir